নতুন নগর এজেন্ডা

NEW URBAN AGENDA

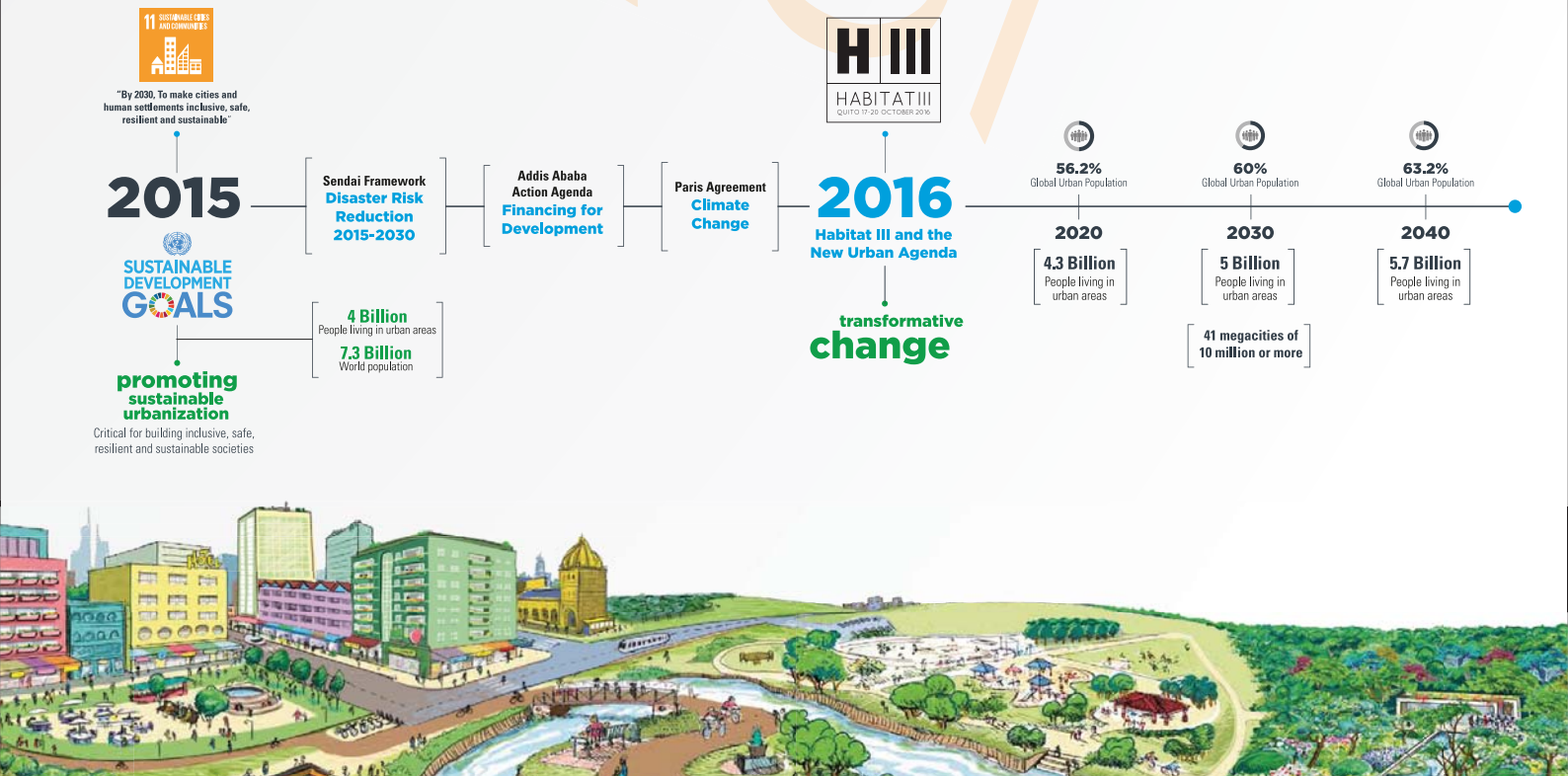

ইকুয়েডরের রাজধানী কিউটো-তে ১৭-২০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত Habitat III সম্মেলনে ১৬৭টি দেশের জাতীয় ও স্থানীয় সরকার, সংসদ সদস্যবৃন্দ, সুশীল সমাজ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী, বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে New Urban Agenda বা 'নতুন নগর এজেন্ডা' গৃহীত হয়। আগামী ২০ বছরের জন্য বৈশ্বিকভাবে নগরায়ণের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন নগর এজেন্ডা প্রণীত হয়েছে।

নতুন নগর এজেন্ডা
New Urban Agenda-এর বাংলা অনুবাদ

প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৮

সম্পাদনা

আশেকুর রহমান, প্রোগ্রাম এনালিস্ট-আরবান, ইউএনডিপি বাংলাদেশ
কাজী মোঃ ফজলুল হক, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

অনুবাদ

প্রফেসর ড. ফরিদা নিলুফার, স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)
মেহেদী ইমাম, ইউএনডিপি বাংলাদেশ
সায়েরা পারভীন, শিক্ষার্থী, স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

কৃতজ্ঞতা

মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাব)
বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়

সার্বিক সহযোগিতা

ড. খুরশিদ জাবিন হোসেন তৌফিক, পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

ইংরেজি (মূল) সংস্করণ: http://nua.unhabitat.org/uploads/DraftOutcomeDocumentofHabitatIII_en.pdf

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত Towards A New Urban Agenda টাইমলাইনটি UN Habitat থেকে সংগৃহীত

ISBN: 978-984-34-3949-9

ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর সহায়তায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত।

সকলের জন্য টেকসই শহর ও
মানব বসতি সংক্রান্ত কিউটো ঘোষণা

নতুন নগর এজেন্ডা

NEW URBAN AGENDA

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

UNIC Dhaka

UN HABITAT
FOR A BETTER URBAN FUTURE

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

MARKET

কিউটো ঘোষণা: সকলের জন্য টেকসই শহর এবং সমাজ

১. ইকুয়েডরের কিউটো-তে ১৭ থেকে ২০ অক্টোবর ২০১৬ জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত Habitat III সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় সরকার, সংসদ সদস্যবৃন্দ, সুশীল সমাজ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী; বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী; বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ; অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে একটি নতুন নগর এজেন্ডা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমরা রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, মন্ত্রী ও উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়েছি।

২. একুশ শতকের সবচেয়ে বড় পরিবর্তনশীল প্রবণতা হলো নগরায়ণ এবং যার ধারাবাহিকতায় আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের নগর জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা যায়। জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার সাথে পরিবেশগত ও মানবিক প্রভাব ক্রমান্বয়ে নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। যার ফলে আবাসন, অবকাঠামো, মৌলিক সেবাসমূহ, খাদ্য নিশ্চয়তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উপযুক্ত কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি ধারণ ক্ষমতার উপর বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।

৩. ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন হিউম্যান সেটেলমেন্টস শীর্ষক ১৯৭৬ সালে ভ্যানক্যুভারে এবং ১৯৯৬ সালে ইস্তাম্বুলে আয়োজিত সম্মেলনের সময় থেকে এবং পরবর্তিতে ২০০০ সালে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস নির্ধারণের মাধ্যমে আমরা নগরের দরিদ্র বসতি এবং বস্তিতে বসবাসরত লাখ লাখ নগরবাসীর জীবনমানের গুণগত মানের উন্নয়ন দেখেছি। তবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং মানুষের বসবাসের স্থানের ক্রমাগত পরিবর্তনের সাথে বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, পরিবেশের বিপর্যয়ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে যুক্ত।

৪. আমরা এখনও বর্তমান ও উদ্ভূত প্রতিবন্ধকতাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করার পর্যায় থেকে অনেক দূরে রয়েছি। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সম্ভাব্য পরিবর্তিত ও টেকসই উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য নগরায়ণের চলমান প্রক্রিয়া হতে সুবিধাদি অর্জন করার প্রয়োজন রয়েছে।

৫. শহর ও জনগণের জন্য আবাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা, নকশা, অর্থায়ন, উন্নয়ন, তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনার পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে 'নতুন নগর এজেন্ডা' সকল প্রকার ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনে, অসাম্য হ্রাসে, টেকসই ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে, লৈঙ্গিক সমতা অর্জন এবং কার্যকরী অবদানের জন্য নারীর ক্ষমতায়নে, সুস্বাস্থ্য ও জীবনের মান উন্নয়নে, সেইসাথে পরিবেশ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।

৬. আমরা ২০১৫ সালের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ-কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি, যার মধ্যে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে ২০৩০-এজেন্ডা ফর সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট গোলস। এছাড়াও দি আদ্দিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডা অব থার্ড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফিন্যান্সিং ফর ডেভেলপমেন্ট, প্যারিস এগ্রিমেন্ট (ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এর আওতায় উদ্ভূত), সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজ্যাসটার রিস্ক রিডাকশন-২০১৫-২০৩০, ২০১৪-২০২৪ দশকের জন্য ভিয়েনা প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশান ফর ল্যান্ডলকড ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, দি স্মল আইল্যান্ড ডেভেলপিং স্টেটস অ্যাক্রিলেরাটেড মোডালিটিজ অব অ্যাকশন পাথওয়ে এবং ২০১১-২০২০ দশকের জন্য দি ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন ফর লিস্ট ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিজ ইত্যাদি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়াও রিও ডিক্লারেশন অন এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ওয়ার্ল্ড সামিট অন সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট, ওয়ার্ল্ড সামিট ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন, বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট এর মতো কার্যক্রমগুলো এবং এসব সম্মেলন এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৭. মে, ২০১৬ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট-এ কোন আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঐকমত্যের প্রতিফলন না ঘটলেও আমরা এই সম্মেলনটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করি।

৮. 'নতুন নগর এজেন্ডা' সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে আমরা জাতীয় সরকার, আঞ্চলিক/প্রাদেশিক সরকার এবং স্থানীয় সরকারের অবদানের কথা, সেই সাথে দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড অসেম্বলি অব লোকাল এন্ড রিজিওন্যাল গভর্নমেন্টস-এর কথা গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করছি ।

৯. এই 'নতুন নগর এজেন্ডা' টেকসই নগর উন্নয়নে আমাদের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির পুনঃপ্রকাশ যা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, জাতীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় পর্যায়সমূহে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সকলের মিলিত ও সমন্বিত কর্মপ্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। 'নতুন নগর এজেন্ডার' বাস্তবায়নে '২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট' বাস্তবায়ন এবং স্থানীয়ভাবে এর সম্পৃক্তকরণ সম্ভব হবে। এছাড়া এই উদ্যোগ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষত এসডিজি-১১ যেখানে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, দুর্যোগসহনীয় ও টেকসই শহর ও সমাজ বাস্তবায়ন এর বিষয় বর্ণিত রয়েছে-এগুলোতে সমন্বিতভাবে অবদান রাখবে।

১০. 'নতুন নগর এজেন্ডা' অনুধাবন করে যে সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য মানবসমাজের উৎকর্ষের উৎস, যা শহরের টেকসই উন্নয়ন, জনবসতি এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নাগরিকদের সক্রিয় ও স্বতন্ত্র্য ভূমিকা পালনে ক্ষমতা প্রদান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 'নতুন নগর এজেন্ডা' আরো অনুধাবন করে যে, সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে স্থায়ীত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংস্কৃতি বিশেষ ভূমিকা রাখে।

আমাদের সবার একই লক্ষ্য

১১. আমাদের সবার একই লক্ষ্য 'সকলের জন্য নগর'- যেখানে নাগরিকেরা শহর ও আবাসস্থলসমূহ সমানভাবে ব্যবহার ও উপভোগ করতে পারবে; বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সকল অধিবাসী যেখানে বৈষম্যহীনভাবে স্বাস্থ্যসম্মত, সহজপ্রাপ্য, সহজলভ্য, দুর্যোগসহনীয়, টেকসই শহর এবং আবাসনের সুবিধা পাবে। আমরা লক্ষ্য করছি, এই রূপকল্পকে বাস্তবে রূপ দিতে 'রাইট টু দি সিটি' (শহরে নাগরিক অধিকার) এর মত করে কতিপয় জাতীয় ও স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন, রাজনৈতিক ঘোষণা ও সনদ প্রকাশ করছে।

১২. আমাদের লক্ষ্য এমন নগর ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক জাতিসংঘ সনদের নির্দেশনা মোতাবেক সকলের মৌলিক অধিকার রক্ষাসহ সমান অধিকার ও সুযোগ পাওয়ার অধিকার অর্জন করা সম্ভবপর হয়। এর আলোকে 'নতুন নগর এজেন্ডা' ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি, মিলেনিয়াম ডিক্লারেশন এবং ২০০৫ ওয়ার্ল্ড সামিট -এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। অন্যান্য দলিল যেমন, 'ডিক্লারেশন অন দি রাইট টু ডেভেলপমেন্ট' দ্বারাও এটি সমর্থিত।

১৩. আমরা এমন নগর ও সমাজ এর কথা বলছি যেখানে-

ক. ভূমির সামাজিক ও বাস্তুসংস্থানের ব্যবহারসহ তাদের সামাজিক লক্ষ্য পূরণ হয়, যাতে করে বৈষম্যহীন, সকলের জন্য নিরাপদ ও সহজলভ্য সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সাথে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, যাতায়াত ও পরিবহন, জ্বালানি, দূষণমুক্ত বায়ু ও উন্নত জীবনযাত্রার মতো সকল উপাদানের নিশ্চয়তা সম্বলিত মানসম্মত ও পর্যাপ্ত আবাসনের অধিকারের নিশ্চয়তা থাকে;

খ. সকল নাগরিকের অংশগ্রহণমূলক, নাগরিক জীবনের উপযোগী, যৌথমালিকানা ও একাত্মতার অনুভূতি সম্পন্ন, নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রবেশযোগ্য সবুজ ও মানসম্মত উন্মুক্ত স্থান থাকবে, যা হবে পরিবারবান্ধব, সামাজিক ও বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক চর্চার প্রকাশ এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করে; শান্তিপূর্ণ ও বহুমাত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সংযোগ, সহাবস্থান ও নিরাপত্তা বিধান করার মাধ্যমে সব নাগরিকের, বিশেষ করে যারা বিপদাপন্ন পরিস্থিতিতে বাস করছে, তাদের সব প্রয়োজন পূরণ হয়;

গ. সকল নারী ও কন্যা শিশুর লৈঙ্গিক সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য নারীদের কার্যকরী ও পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার, সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেতৃত্বদান এবং

সম্মানজনক কাজের নিশ্চয়তা ও সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিকের নিশ্চয়তা বিধানের সাথে ঘরে-বাইরে নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য, নির্যাতন, হয়রানির প্রতিকার ও নির্মূল করার লক্ষ্য অর্জিত হয়;

ঘ. বর্তমান ও ভবিষ্যতে টেকসই, সমন্বিত এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, নগরায়ণের সর্বোত্তম সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য কাঠামোগত রূপান্তর, উচ্চ উৎপাদনশীলতা, মূল্য সংযোজিত কার্যক্রম ও সম্পদের দক্ষতা, স্থানীয় অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো এবং ঘরোয়া অর্থনীতির থেকে টেকসই আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির দিকে অগ্রসরে অবদান রাখার মতো অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে;

ঙ. সকল পর্যায়ে সমন্বিত সুষম ও টেকসই নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক সীমার বাইরে স্থানিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিনত হয় এবং চালিকাশক্তি হিসেবে কার্যক্রম সম্পন্ন করে;

চ. সকলের জন্য টেকসই, নিরাপদ এবং সহজপ্রাপ্য নাগরিক যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য বয়স ও লৈঙ্গিক প্রাধান্য নির্ভর পরিকল্পনা ও বিনিয়োগে প্রণোদনা প্রদান, যাতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সম্পদ সাশ্রয়ী পরিবহণ ব্যবস্থায় পর্যাপ্ততা থাকে; জনসাধারণ, স্থান, মালামাল, সেবা ও অর্থনৈতিক সুবিধাদির কার্যকরী সংযোগ নিশ্চিত হয়;

ছ. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও তার ব্যবস্থাপনা, দুর্বলতা হ্রাস, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয় রোধ ও উত্তরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে ভূমিকা রাখা ও মানিয়ে নেয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন;

জ. বাস্তব্যবিদ্যা, পানি, প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্যের নিরাপত্তা, সংরক্ষণ, হ্রাসকল্পে তাদের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি বর্ধন করা এবং তাদের পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে টেকসই ব্যবহার ও উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

আমাদের নীতি ও অঙ্গীকার

১৪. আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে, নিম্নোক্ত পরস্পর সম্পৃক্ত নীতিমালার মাধ্যমে নির্দেশিত হয়ে 'নতুন নগর এজেন্ডা' গ্রহণ করছি:

ক. 'কেউ বাদ থাকবে না' এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে সকলের জন্য হতদরিদ্রতা বিমোচনসহ সকল প্রকার ও মাত্রার দারিদ্র্য ঘুচিয়ে সম-অধিকার এবং সুবিধা প্রদান, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, শহর এলাকার সমন্বয়, জীবনযাত্রার মানের প্রসার, শিক্ষা, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য এবং সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে সকলের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা; যেখানে এইডস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়ার মতো মহামারী থাকবে না। সকল প্রকার বৈষম্য ও সহিংসতা দূর করে সকলের জন্য নিরাপদ ও সমান সুযোগের দ্বারা জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ ও সাশ্রয়ীমূল্যের আবাসন ব্যবস্থার সাথে সকলের সমান শারীরিক ও সামাজিক অবকাঠামোর অধিকার নিশ্চিত করা;

খ. সুপরিকল্পিত নগরায়ণের প্রাপ্ত সুবিধাদির সঠিক ব্যবহারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক, অভিনব এবং সকলের জন্য পরিপূর্ণ উৎপাদনশীল, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থায়ন, উৎপাদিত সম্পদ ও প্রাপ্ত সুবিধায় সমান অংশগ্রহণ, ভূমির অতি মূল্যায়ন রোধ এবং ভূমির নিরাপদ ব্যবহার স্বত্ত্ব নিশ্চিত করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নগর সংকোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর অর্থনীতি নিশ্চিত করা;

গ. পরিশুদ্ধ জ্বালানিসম্পদের ব্যবস্থা, নগর উন্নয়নে ভূমি ও সম্পদের টেকসই ব্যবহার, বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা ছাড়াও প্রকৃতির সাহচর্যে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা, ভোগ-উৎপাদনের টেকসই বণ্টন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে উপযুক্ত বসবাসযোগ্য দুর্যোগসহনীয় নগর নির্মাণ করার মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা;

১৫. 'নতুন নগর এজেন্ডা' তৈরির মধ্য দিয়ে নগরায়ণের একটি নবধারা সৃষ্টিতে কাজ করার লক্ষ্যে আমরা আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি যার মাধ্যমে-

ক. সকলের জন্য টেকসই উন্নয়ন ও কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের জন্য টেকসই নগর ও অঞ্চল চিহ্নিতকরণে পরিকল্পনা পদ্ধতি, অর্থায়ন, উন্নয়ন, পরিচালনা এবং নগর ও জনগণের আবাসন ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন করা;

খ. টেকসই নগর উন্নয়নে নগরের জন্য নীতিমালা ও আইনের যথাসম্ভব সমন্বিত ও কার্যকর রূপদান ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের অগ্রণী ভূমিকাকে চিহ্নিত করা; এছাড়াও স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারের সাথে সুশীল সমাজ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকাও বিবেচনা করতে হবে-

গ. নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়নের সকল পর্যায়ে নীতিমালা, কর্মকৌশল, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে মূল ভিত্তি হিসেবে টেকসই, জনবান্ধব, বয়স ও লিঙ্গ নির্ভর এবং সুসংহত পদক্ষেপ নিতে হবে, যার অন্তর্ভুক্ত হবে-

১. সুসংহত টেকসই নগর উন্নয়নে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নগরের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ নগর ও জনসাধারণের আবাসন ব্যবস্থা নির্মাণ এবং সরকারের সকল পর্যায়ের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ;

২. সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ও কার্যপ্রক্রিয়া, যা নগর সংশ্লিষ্টজনদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করবে, সেইসাথে উপযুক্ত ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করবে, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামাজিক সমেতকরণ, অনুমানযোগ্যতা এবং সংগতির দ্বারা মজবুত ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা সরবরাহ করার মাধ্যমে নগর প্রশাসনকে সুদৃঢ় করবে;

৩. দীর্ঘমেয়াদী ও সুসংহত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা ও নক্সা প্রণয়নকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে নগর কাঠামোর স্থানিক মাত্রাকে স্থিতিশীল রাখা এবং নগরায়ণের ইতিবাচক ফলাফল প্রদান করা;

৪. একটি সুসংহত টেকসই নগর উন্নয়ন ব্যবস্থা উদ্ভাবন, বলবৎ ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে কার্যকর, অভিনব এবং টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো এবং পদ্ধতি অবলম্বনে পৌর রাজস্ব ও স্থানীয় অর্থ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে সার্বিক সহায়তা প্রদান;

সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আহ্বান

১৬. ভিন্নতর অবস্থাগত কারণে নগর, শহর ও গ্রামের আকারে পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা দৃঢ়তাসহকারে পুনর্ব্যক্ত করছি যে, নতুন নগর এজন্ডা হবে সর্বজনীন সুবিধা সম্বলিত, অংশগ্রহণমূলক এবং জনবান্ধব, ধরিত্রী রক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করে, যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকার ও অন্যান্য অংশীজনগণ বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, জাতীয়, বিভাগীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক তাদের অগ্রাধিকারসমূহ ও কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করতে পারে।

১৭. আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে 'নতুন নগর এজেন্ডা' বাস্তবায়নে আমরা নিজ নিজ দেশে কাজ করতে চাই যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন, রীতিনীতি ও অগ্রাধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে আঞ্চলিক ও বিশ্বের নানা পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রগত বাস্তবতা, সক্ষমতা ও উন্নয়নের স্তর সার্বিকভাবে বিবেচনা করা হবে।

১৮. আমরা রিও ডিক্লারেশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সকল নীতিমালার সাথে, ৭ নং বিধানে ঘোষিত নীতিমালা, পুনঃনিশ্চিত করছি, যা সকলের জন্য প্রযোজ্য হলেও ভিন্ন ভিন্ন দায়-দায়িত্বের উপর গুরুত্ব প্রদান করে।

১৯. আমরা স্বীকার করছি যে,'নতুন নগর এজেন্ডা' বাস্তবায়নে তুলনাহীন, অনন্য ও উদ্ভূত নগর উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন রাষ্ট্র; বিশেষ করে আফ্রিকান দেশগুলো, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্র এবং

উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র-দ্বীপ রাষ্ট্রের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া দরকার। এছাড়াও বিদেশি রাষ্ট্রের অধীনস্ত অঞ্চল ও রাষ্ট্রসমূহ, সংঘাত পরবর্তী রাষ্ট্র এবং প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহের সাথে যেসকল রাষ্ট্রে দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থা বিদ্যমান সেকল রাষ্ট্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

২০. বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের মধ্যে নারী ও কন্যাশিশু, শিশু ও যুবা, প্রতিবন্ধী, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, বয়স্ক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়, দরিদ্র বসতি ও বস্তির বাসিন্দা, গৃহহীন, শ্রমিক, ক্ষুদ্র খামারি ও মৎস্যজীবী, উদ্বাস্তু, বিদেশ হতে ফেরত ও অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত জনগণ, অভিবাসন মর্যাদা ব্যতিরেকে এবং সকল প্রকার অভিবাসনের শিকার মানুষের প্রতি আমরা বিশেষ মনোযোগ দেবার উপর গুরুত্ব দেই।

২১. আমরা 'নতুন নগর এজেন্ডা' ও আমাদের যৌথ লক্ষ্য কার্যকররূপে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনসহ সকল জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবো। এই প্রক্রিয়ায় নতুন উদ্যম ও দৃঢ়তা, সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি করার জোর তাগিদ দেই।

২২. 'নতুন নগর এজেন্ডা'-কে আমরা টেকসই নগর উন্নয়নে সমন্বিত লক্ষ্য ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রকাশ ও বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে মনে করি এবং ক্রমবর্ধমান নগরায়িত বিশ্বে শহর ও জনগণের আবাসনের জন্য প্রধান ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এটি একটি ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে গণ্য হবে।

'নতুন নগর এজেন্ডা' বাস্তবায়নে কিউটো পরিকল্পনা

২৩. জাতীয়, আঞ্চলিক, স্থানীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের টেকসই নগর উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে 'নতুন নগর এজেন্ডা'র বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমরা সংকল্প করি।

টেকসই নগর উন্নয়ন কার্যকর করার জন্য অঙ্গীকার

২৪. নগর উন্নয়নের সম্ভাব্য প্রস্তুতি গ্রহণে আমরা সমন্বিত ও অবিচ্ছেদ্য মাত্রায় টেকসই উন্নয়নের যেসকল কার্যকর প্রতিশ্রুতির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করি সেগুলো হলো- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ বিষয়ক।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে টেকসই নগর উন্নয়ন

২৫. হতদরিদ্রতাসহ সকল প্রকার ও মাত্রার দারিদ্র্য নির্মূলে আমরা বদ্ধপরিকর, যা সমগ্র বিশ্বের জন্য টেকসই উন্নয়নে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ও অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা বলে আমরা স্বীকার করি। আমরা আরও স্বীকার করি যে, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও নানা ধরন ও মাত্রার দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান বস্তি ও অননুমোদিত জনবসতি উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরনের রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করছে। এছাড়াও নগরের জায়গার নকশা, প্রবেশ্যতা ও স্থানিক গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ অবকাঠামো ও মৌলিক পরিষেবার ব্যবস্থা একই সাথে সামাজিকীকরণ, সমতা ও সংহতির জন্য সহায়ক বা হুমকি দুই-ই হতে পারে।

২৬. ধরিত্রীকে রক্ষাকল্পে জনবান্ধব এবং বয়স ও লিঙ্গবান্ধব নগর ও গ্রামীণ উন্নয়নে আমরা বদ্ধপরিকর এবং সবার অর্থপূর্ণ ও সার্বিক অংশগ্রহণে সকল প্রকার মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা, একত্র বসবাস, সকল প্রকারের বৈষম্য ও নিপীড়ন নির্মূল এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়াও আমাদের শহর ও জনবসতির মানবিকীকরণে মূল উপাদান হিসেবে সংস্কৃতি, সকলের স্বতন্ত্রতা ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী তৈরিতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

২৭. 'কেউ বাদ পড়বে না' - এই অঙ্গীকার আমরা পুনঃব্যক্ত করি এবং এই লক্ষ্যে নগরায়ণের সকল সুযোগ ও সুবিধাদি সকলে সমানভাবে ভোগ করার নিশ্চয়তা বিধানে আমরা সচেষ্ট। নগরে অনুমোদিত ও অননুমোদিত সকল অধিবাসী মানসম্মত, মর্যাদাসম্পন্ন ও কাঙ্ক্ষিত জীবনযাত্রার অধিকারী এবং তাদের সম্পূর্ণ মানবিক চাহিদা অর্জন করতে সক্ষম।

২৮. উদ্বাস্তু, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগণ, অভিবাসী ও যেকোন ধরনের অভিবাসী, তাদের মর্যাদা যাই হোক না কেন, মানুষের প্রতি আমরা পূর্ণ সম্মানের সাথে মানবাধিকার ও মানবিক আচরণ প্রদর্শন নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাদের আশ্রয়দানকারী শহরকে রাষ্ট্রীয় অবস্থাদি বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সার্বিক সমর্থন প্রদান করবো। শহর ও নগরে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর যাতায়াত নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করলেও নাগরিক জীবনে তার গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকার কথা আমরা অকপটে স্বীকার করি। এছাড়াও সুপরিকল্পিত এবং সুসংবদ্ধ অভিবাসন নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, জাতীয়, আঞ্চলিক/প্রাদেশিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপদ, ধারাবাহিক ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেখানে কর্মকৌশল নির্ধারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে নগরে অভিবাসীদের ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা ও নগর-গ্রামের সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে।

২৯. জাতীয়, আঞ্চলিক/প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারের সাথে অন্যান্য সাধারণ মানুষ ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগে যথাযথ, কার্যকর ও সমন্বিত ভূমিকা পালনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেখানে ক্রমাগত ও দীর্ঘস্থায়ী মানবিক সঙ্কটাপন্ন চরম ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীসহ সবার জন্য সামাজিক ও মৌলিক পরিষেবা বিধানে গোষ্ঠীগত বিনিয়োগ সৃষ্টিতে সহযোগিতা করা হবে। নগরাঞ্চলের সংকটে নিপতিত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পরিষেবা, আবাসন এবং মর্যাদাপূর্ণ ও মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ চিহ্নিত করতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকারের সাথে একযোগে কাজ করতে এবং একই সাথে আশ্রয় দানকারী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিম্নগতি রোধকল্পে দুর্গত ব্যক্তিদের জন্য অনুদানের প্রবাহ সচল রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করছি।

৩০. সশস্ত্র বিরোধের সময়ও সরকার ও সুশীল সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনায় সকল নাগরিক পরিষেবা প্রদান করার প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও অধিকতর সমর্থন জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তাকে আমরা স্বীকার করি।

৩১. সকলের জন্য ক্রমবর্ধমান মানসম্মত জীবনযাত্রার অধিকার সম্বলিত পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে জাতীয়, আঞ্চলিক/প্রাদেশিক ও স্থানীয় পর্যায়ে আবাসন নীতিমালা প্রণয়নে আমরা বদ্ধপরিকর, যার মাধ্যমে সব ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতন, বিধিবহির্ভূত বাধ্যতামূলক উচ্ছেদ রোধ এবং গৃহহীন, সঙ্কটাপন্ন ও নিম্ন আয়ের মানুষ, প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব প্রদান করা সম্ভব হবে। একই সাথে রাষ্ট্রীয় আইন ও মানদণ্ড নির্ভর আবাসনের সামাজিক ফলাফল গ্রহণ ও এসকল নীতিমালা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে গোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে।

৩২. আমরা সুসংহত এবং বয়স ও লিঙ্গ নির্ভর আবাসন নীতি প্রণয়ন এবং সকল পর্যায়ে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে বিশেষত কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রয়োজনীয় নগর কাঠামো ও অন্যান্য নাগরিক চাহিদা পূরণের নিকটতম স্থানের সাথে যোগাযোগ সুদৃঢ় করার মাধ্যমে পর্যাপ্ত, সহজলভ্য, আবাসযোগ্য, সম্পদের পর্যাপ্ততা, নিরাপদ, ব্যবহার উপযোগী, সহজ যোগাযোগ ও সুবিধাজনক অবস্থানের আবাসন ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব প্রদানের বিষয় এই সকল নীতি ও পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, গৃহহীন মানুষ ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মানুষের বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বিষয়টি বিবেচনা করে সমাজের বিভিন্ন আয়ের মানুষের জন্য নিরাপদ, সহজলভ্য ও বসবাসযোগ্য তাদের পছন্দের রকমভেদে পর্যাপ্ত আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গৃহহীন মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সমাজে তাদের পূর্ণমাত্রার অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি নজর দেয়া এবং গৃহহীনতা রোধ ও নির্মূল করার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কারণে সৃষ্ট সহিংসতা ও অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই ও তা নির্মূল করার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা সচেষ্ট থাকবো।

৩৪. সকলের জন্য সমান ও সুলভে সংস্থানযোগ্য ও বৈষম্যহীন, সাশ্রয়ী মূল্যের কার্যোপযোগী ভূমি, আবাসন, আধুনিক ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি, নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন; নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা, টেকসই যাতায়াত, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং তথ্য ও

যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ টেকসই ও মৌলিক ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়াও নারী, শিশু, যুবা, বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিবন্ধী, অভিবাসী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মানুষদের উপযোগী তাদের অধিকার ও চাহিদা মোতাবেক এ সকল পরিষেবা নিশ্চিত করতেও আমরা দায়বদ্ধ। এই উদ্দেশ্যে আমরা আইনগত সহায়তা, প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থ-সামাজিক ও ভৌত সুবিধা প্রদানের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সার্বিক উৎসাহ প্রদানেও আমরা সহযোগিতা করবো।

৩৫. আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারসহ সরকারের যথাযথ পর্যায়ে সকলের জন্য বসবাসের বিভিন্ন ধরণের বসবাসকালীন মেয়াদ নির্ধারণ করে উক্ত মেয়াদকালে বসবাসের নিশ্চয়তার সাথে সাথে লক্ষ্য উপযোগী উন্নয়নে আমরা সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়াও বাস্তবসম্মত প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি হিসেবে তার 'ভূমি ব্যবহার স্বত্ত্বের' প্রতি বিশেষদৃষ্টিসহ বয়স-লিঙ্গ ও পরিবেশ বান্ধব ভূমি ও সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৩৬. অন্যান্যদের সাথে প্রতিবন্ধীদের জন্যও তাদের বসবাস উপযোগী শহর ও আবাসন ব্যবস্থার সুবিধা প্রদানে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। যেখানে শহরের ভৌত পরিবেশ, বিশেষত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থান, গণপরিবহন, আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ নাগরিকের প্রয়োজন অনুযায়ী নগর ও গ্রামে বিনাশর্তে বা শর্তসাপেক্ষে অন্যান্য সুবিধাদি এবং পরিষেবার সার্বিক সুযোগ থাকবে।

৩৭. রাস্তা, পার্শ্বপথ, সাইকেল লেন, চত্বর, নদীর পাড়, বাগান, পার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উন্মুক্ত স্থান নিরাপদ, সমন্বিত, সুলভ, সবুজ এবং মানসম্মতভাবে নির্মাণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেখানে সকলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও সামাজিকভাবে অংশগ্রহণের সাথে মানবিক উন্নয়ন; শান্তিপূর্ণ, সমন্বিত ও সকলের অংশগ্রহণে সমাজ বিনির্মাণ, সামাজিক যোগাযোগ ও সংশ্লিষ্টতা, সুস্বাস্থ্য এবং সুন্দর জীবন, বাণিজ্যিক বিনিময় এবং বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন সংস্কৃতি ও মানুষের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ও ভাব বিনিময়ের জন্য বিভিন্নভাবে ব্যবহার উপযোগী স্থান নির্মাণ করা হবে।

৩৮. আমরা জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং সমন্বিত নগর ও আঞ্চলিক নীতিমালা অনুসরণে শহর ও জনবসতিগুলোর বস্তুগত ও অবস্তুগত, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্থায়ীত্ব যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং শিল্পসহ সাংস্কৃতিক অবকাঠামো এবং দর্শনীয় স্থান, জাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষা এবং নগর অঞ্চলে এসকল ঐতিহ্যগত বিষয়াবলী সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনে আমরা সহায়ক ভূমিকা রাখবো, যেখানে সমাজের সকলের অংশগ্রহণ ও নাগরিক জীবনের নিয়মিত চর্চা একটি শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।

৩৯. আমরা শহর ও মানব বসতিতে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুরক্ষিত পরিবেশ সম্বলিত জীবনযাত্রা, কর্ম ও সহিংসতা ও ভয়ভীতির আশংকামুক্ত নগরজীবনে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, যেখানে নারী ও কন্যাশিশু, শিশু ও যুবা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ বিশেষত যাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাদের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে। নারী ও কন্যা শিশুদের বিবাহের বয়সের পূর্বে বা জোরপূর্বক বিবাহ ও যৌন হয়রানির মতো ক্ষতিকর বিষয়গুলো দূরীকরণেও আমরা কাজ করবো।

৪০. আমরা শহর ও মানব বসতির বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সামাজিক সুসংগতি, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের ভাব বিনিময় ও পারস্পারিক সমঝোতা এবং সকল মানুষের সহনশীলতা, পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, লৈঙ্গিক সমতা, অভিনবত্ব, শিল্প উদ্যোগ অন্তর্ভুক্তি, স্বকীয়তা, নিরাপত্তা ও মর্যাদাবোধ শক্তিশালীকরণে; একই সাথে মানববসতির বাসযোগ্যতা ও স্পন্দনশীল নগর অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক ক্রমবর্ধমান ভিন্নধর্মী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির সমন্বয়ে বহুত্ববাদ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপযোগী সমাজ গঠনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও আমরা বদ্ধপরিকর।

৪১. জাতীয় নীতিমালাসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক প্রবিধান ও সমন্বিত উৎপাদনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণে সকলের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শহর ও

মানব বসতিতে একটি ব্যাপক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্ল্যাটফর্ম গঠনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক, আইনগত এবং অর্থনৈতিক কৌশল প্রণয়নে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি।

৪২. আঞ্চলিক/প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারকে যথাযথ সহযোগিতার মাধ্যমে বয়স ও লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রক্রিয়া অনুসরণে এবং নারী-পুরুষ, শিশু-যুবা, বৃদ্ধসহ সমাজের সকল স্তরের জনগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী, উদ্বাস্তু ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী বা যেকোন প্রকারের অভিবাসী এবং বৈষম্যহীন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী বা আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আন্তঃসংলাপের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহযোগিতা করবো।

টেকসই ও সমন্বিত নগর সমৃদ্ধি ও সবার অংশগ্রহণের সুযোগ

৪৩. টেকসই নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আমরা সকলের জন্য টেকসই, সমন্বিত, স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিপূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও মর্যাদাশীল কাজের সুযোগকে স্বীকার করি। এছাড়াও স্বাস্থ্যসম্মত, উৎপাদনশীল, সমৃদ্ধশালী ও পরিপূর্ণ জীবনধারণের সকল ক্ষেত্রে সমসুযোগ সম্বলিত নগর ও মানব বসতি স্থাপন আমাদের লক্ষ্য।

৪৪. শক্তির দক্ষতা, নবায়নযোগ্য শক্তি, প্রতিঘাত সহনশীলতা, উৎপাদনশীলতা, পরিবেশ সংরক্ষণের এবং নগর অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মাপকাঠির সুবিধা ও এদের ক্রমএকত্রীভূতকরণ নগর কাঠামো, অবকাঠামো ও ইমারতের নক্সাকে ব্যয় ও সম্পদের দক্ষতাকে অন্যতম চাহিদাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করি।

৪৫. সম্পদের সহজলভ্যতা এবং বাসযোগ্য অবকাঠামোর সাথে প্রাণবন্ত, টেকসই এবং সমন্বিত নগর অর্থব্যবস্থা উন্নয়নে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাদি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্থানীয় সম্পদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলো উজ্জীবিত করে মানসম্মত জীবনযাত্রার জন্য টেকসই ও সমন্বিত শিল্পব্যবস্থা উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং ব্যবসা ও উদ্ভাবনের উপযোগী পরিবেশ বিনির্মাণে সহায়তা করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

৪৬. অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক আবাসন উপকরণসহ সুলভ ও টেকসই আবাসন নিশ্চিতকরণে ও আবাসন পুঁজি বিনিয়োগে সহযোগিতা করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়াও আবাসন ব্যবস্থার পুঁজি গঠন, উপার্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার পর্যায়গুলোকে গতিশীল রাখতে বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদানকে উদ্দীপ্ত করতে সহযোগিতা করবো, যা জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের টেকসই ও সমন্বিত অর্থনৈতিক রূপান্তরের চালিকাশক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৪৭. সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ও সংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক এলাকা ও অংশীজনদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন, সহযোগিতা, সমন্বয় ও সংলাপের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে জাতীয়, আঞ্চলিক/প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৪৮. প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী, পেশাজীবী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগকারীদের সংগঠন, অভিবাসী এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় সরকার, বেসরকারি পর্যায়, সুশীল সমাজ, নারী ও যুব সংগঠনসমূহসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের কার্যকর ও সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ আমরা উৎসাহিত করি, যার মাধ্যমে বিদ্যমান ও উদ্ভূত প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যাগুলো নিরূপণ ও নির্ধারণ করে নগর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধাদি নিশ্চিত করা সম্ভব।

৪৯. জাতীয় ও আঞ্চলিক স্থানিক কাঠামো এবং শহর ও মানব বসতির আন্তঃক্রিয়াশীল নগর ও গ্রামীণ পদ্ধতির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহায়তা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার মাধ্যমে টেকসই ব্যবস্থাপনা, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সহযোগিতা, নগর ও গ্রামীণ চাহিদা ও যোগানের মধ্যে নির্ভরযোগ্য মূল্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাবে এবং এর ফলে নগর-গ্রাম এর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ব্যবধান কমিয়ে ধারাবাহিক এবং সমতাভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

৫০. টেকসই যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক সংযোগসহ নিরাপত্তা ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টিতে নগর গ্রামীণ আন্তঃক্রিয়াশীলতা ও সংযোগ বৃদ্ধিতে আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি; যার মধ্যে শহরসমূহ ও তার চারপাশের এলাকা, উপশহর ও গ্রামীণ এলাকাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমুদ্র-ভূমি সম্পর্ক বিবেচনায় রেখে আন্তঃসংযোগ ও যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫১. আমরা উপযুক্ত নগর পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নসহ নগরের স্থানিক কাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা অর্থনীতির সংহত মাত্রা ও একত্রীভূতকরণ অর্জন, খাদ্য ব্যবস্থা পরিকল্পনা শক্তিশালীকরণ ও সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, প্রতিকূল পরিবেশে নগরের টিকে থাকা এবং টেকসই পরিবেশ অর্জনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফাঁকা স্থান পূরণ কিংবা পরিকল্পিত নগর বর্ধিতকরণের কৌশলের মাধ্যমে সম্পদ এবং ভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার, নিবিড় ও জনবহুল, বহুকেন্দ্রিক ও বহু ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

৫২. আমরা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থানিক উন্নয়নের কৌশলের দ্বারা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নগর নবায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে নগরের বিস্তারকে নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয়তাকে উৎসাহিত করি, যা নগর কাঠামোয় নগরের সংকীর্ণতা এবং প্রান্তিকীকরণ দূরীকরণে প্রবেশযোগ্য এবং সুসংযোগ সম্পন্ন অবকাঠামো ও সেবা, টেকসই জনঘনত্ব, নিবিড় নকশা এবং নতুন প্রতিবেশের সমন্বয় করবে।

৫৩. মানসিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে সম্পত্তির মূল্যসহ ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য সৃষ্টি এবং ব্যবসা, সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ এবং সকলের জীবনযাত্রার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহজে প্রবেশযোগ্য, সবুজ মানসম্মত উন্মুক্ত স্থান তৈরীতে আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

৫৪. সুসংযোগ সম্পন্ন যাতায়াত ব্যবস্থার সুফল অর্জনে এবং অদক্ষ গতিশীলতা, যানজট, বায়ু দূষণ, নগর হিট আইল্যান্ড এবং শব্দ দূষণের কারণে সৃষ্ট আর্থিক, পরিবেশগত ও জনস্বাস্থ্যের মূল্য হ্রাসকল্পে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য এবং সাশ্রয়ীমূল্যের শক্তি উৎপাদন ব্যবহার; টেকসই ও দক্ষ যাতায়াত অবকাঠামো এবং সেবা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সকল মানুষের বিশেষ করে দরিদ্র ও অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসবাসকারী জনগণের জ্বালানি সম্পদ ও পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার দিকে যথাযথ দৃষ্টিপাত করার প্রতিও আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। আমরা আরও লক্ষ্য করি যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর মাধ্যমে ব্যয় হ্রাস শহর ও মানববসতিকে জ্বালানী সরবরাহ ব্যয় অবনমনের একটি কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

৫৫. সবার জন্য পর্যাপ্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গুণগতমান সম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করতে এবং একটি স্বাস্থ্যসম্মত সমাজ লালনকে উৎসাহিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর; যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক উল্লেখিত নির্দেশনাসহ বায়ু-মানসম্পন্নতা নির্দেশনা, সামাজিক সুবিধাদি ও অবকাঠামো, যৌন ও প্রজনন সম্বন্ধীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে, একই সাথে নবজাতক ও মাতৃত্বকালীন মরণশীলতা হ্রাস পাবে।

৫৬. আয়-উপার্জনের সুযোগ, জ্ঞানলাভ, দক্ষতা ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সুবিধাদি; যেগুলো একটি উদ্ভাবনী এবং প্রতিযোগিতামূলক শহুরে অর্থনীতি গঠনে অবদান রাখে, সেগুলোতে শ্রমশক্তির প্রবেশাধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমরা বদ্ধপরিকর। সেই সাথে, পূর্ণ ও উৎপাদনক্ষম কর্মস্থান, উপযুক্ত কাজ এবং জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শহর ও মানববসতিতে অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও আমরা বদ্ধপরিকর।

৫৭. নারী, যুবা, শারীরিকভাবে অসমর্থ, নৃ-গোষ্ঠী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়, শরণার্থী এবং আভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ও অভিবাসী; বিশেষত, হতদরিদ্র এবং যারা বিপন্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করছে, তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সকলের জন্য যথাপোযুক্তভাবে পূর্ণ ও উৎপাদনক্ষম কর্মসংস্থান, উপযুক্ত পেশার পাশাপাশি আইনসম্মত আয়-উপার্জনের সুযোগসমূহে বৈষম্যবিহীন অনুগম্যতাকে উদ্বুদ্ধ করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

৫৮. টেকসই পরিবেশ ও সমন্বিত সমৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ, উদ্ভাবন ও বিনিয়োগবান্ধব নীতিভিত্তিক একটি ন্যায্য, সক্রিয় এবং দায়িত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরীতে উদ্বুদ্ধকরণে আমরা বদ্ধপরিকর। এছাড়াও, সামাজিক ও

অর্থনৈতিক সংহতির মধ্যে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোগসমূহ এবং সমবায়ের মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবসায়িক সম্প্রদায় যে সকল সংকটের সম্মুখীন হয় সেগুলো মোকাবেলা করতেও আমরা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি।

৫৯. জাতীয় পরিস্থিতির বিবেচনায় শহুরে উন্নয়নে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির অসচ্ছল পেশাজীবী বিশেষত মহিলা, মজুরিবিহীন গৃহকর্মী ও অভিবাসীদের অবদান উপলব্ধি করতে আমরা বদ্ধপরিকর। তাদের জীবিকা, কর্ম পরিবেশ, আয়ের নিরাপত্তা, আইনানুগ ও সামাজিক সুরক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য সেবা-সহায়তায় এবং তাদের মতামত ও প্রতিনিধিত্ব আরো জোরদার করতে হবে। আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণের দ্বারা শ্রমিক এবং অর্থনৈতিক এককের প্রগতিশীল রূপান্তরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে পরিণত করা হবে। এক্ষেত্রে উদ্দীপক ও গ্রহণযোগ্য মাপকাঠিসমূহ, বিদ্যমান জীবিকার রক্ষণাবেক্ষণ ও মানোন্নয়নকে সমন্বিত করা হবে। আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে রূপান্তরকরণের জন্য নির্দিষ্ট জাতীয় পরিস্থিতি, প্রণীত আইন, নীতিকৌশল, অনুশীলন, অগ্রাধিকারসমূহকে আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব।

৬০. শহুরে অর্থনৈতিক খাতসমূহকে উচ্চমূল্য-সংযোজিত খাতসমূহে পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর, বৈচিত্র্য বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবনসহ, মানসম্পন্ন সৃষ্টিকার্য, পরিমিত ও উৎপাদনক্ষম পেশা, সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল শিল্প এবং অন্যান্যের মধ্যে টেকসই পর্যটন, শিল্পকলা প্রদর্শন, ঐতিহ্যবাহী স্থান সংরক্ষণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডসমূহকে প্রাধান্য দেবার মধ্য দিয়ে উচ্চ-উৎপাদনক্ষমতায় গতিশীলভাবে রূপান্তর করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

৬১. শহুরে জনতাত্ত্বিক সুবিধা কাজে লাগাতে যুবশিক্ষার অভিগম্যতা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন এবং শহর ও জনবসতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টনযোগ্য সমৃদ্ধি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণীরা একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে পরিবর্তনের মুখ্য প্রতিনিধি এবং তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা হলে, তারা তাদের সম্প্রদায় ও নিজেদের সমর্থক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে। 'নতুন নগর এজেন্ডা' বাস্তবায়নে তাদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য অধিক ও উত্তম সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৬২. বার্ধক্যগ্রস্থ জনসংখ্যার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্থানিক প্রভাবকে গুরুত্ব প্রদান এবং শহুরে জনগণের মানসম্পন্ন জীবনযাপনে অকালবার্ধক্য রোধে পরিমিত পেশাকে টেকসই, সমন্বিত, স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

পরিবেশগতভাবে টেকসই এবং স্থিতিশীল নগর উন্নয়ন

৬৩. আমরা উপলব্ধি করি যে, অস্থিতিশীল ভোগ ও উৎপাদন প্রবণতা, জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন, বাস্তু-সংস্থানের উপর চাপ প্রয়োগ, দূষণ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও এর সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহের কারণে শহর ও মানববসতিসমূহ অভিন্ন সব হুমকির সম্মুখীন হয়; যা একটি টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এর সকল প্রকার ও মাত্রায় দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টাসমূহকে ব্যাহত করছে। শহরগুলোর জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বৈশ্বিক অর্থনীতিতে জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি ও বাস্তুসংস্থানের ব্যবহারে প্রশমন ও অভিযোজনে তাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা, তাদের পরিকল্পনাপন্থা, অর্থায়ন, উন্নয়ন, নির্মাণ, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় নগর সীমানার বাইরেও আরও অর্থ সহনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতার উপর একটি সরাসরি প্রভাব ফেলে।

৬৪. আমরা উপলব্ধি করি যে বিশ্বব্যাপী; বিশেষত: উন্নয়নশীল দেশগুলোর নগরকেন্দ্রগুলোয় প্রায়শই কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা, সেগুলোকে এবং সেগুলোর বাসিন্দাদের জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের প্রতিকূল প্রভাবগুলোর প্রতি অরক্ষিত করে তোলে। এর মধ্যে ভূমিকম্প, চরম আবহাওয়া, বন্যা, অধঃগমন, ভূমিধ্বস, ধূলা ও বালিঝড়সহ ঝড়, তাপদাহ, পানি সংকট, খরা, পানি ও বায়ু দূষণ, স্থল-বায়ু-জলবাহিত রোগ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি অন্যতম, যা উপকূলবর্তী এলাকা, ব-দ্বীপ অঞ্চল, উন্নয়নশীল দ্বীপ দেশগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৬৫. শহর ও মানব বসতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনাকে সহজলভ্য করতে আমরা বদ্ধপরিকর, যা শহুরে বাস্তব্যবিদ্যা ও পরিবেশগত সেবাসমূহকে রক্ষা করে, গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ও বায়ুদূষণ হ্রাস করে এবং দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল হিসেবে অস্থায়ী ব্যবস্থা উন্নয়নে সমর্থন প্রদানের দ্বারা দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনায় উৎসাহিত করে। এছাড়াও এই স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনা মানব ও প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়ের ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে অবগত করে ও ঝুঁকি স্তরের মান নির্ধারণ করে; সেই পরিবেশগতভাবে নিশ্চিন্ত শহুরে ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা, অবকাঠামো ও মৌলিক সেবাসমূহের মধ্যে দিয়ে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি প্রতিপালন করে।

৬৬. আমরা এমন একটি পরিচ্ছন্ন আধুনিক শহর গঠনে বদ্ধপরিকর, যা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং আধুনিক প্রযুক্তিসহ উদ্ভাবনী পরিবহন প্রযুক্তির মাধ্যমে শহরের বাসিন্দাদের পরিবেশবান্ধব বিকল্প সম্ভাবনা উন্মোচনের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শহরের সেবার মানোন্নয়ন করবে।

৬৭. আমরা বন্যা, খরার ঝুঁকি এবং তাপদাহসহ দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে শহরের প্রতিকূল পরিবেশ টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, গৃহস্থালী ও পারিপার্শ্বিক বায়ুর মানোন্নয়ন ও শব্দ হ্রাসে এবং শহর, মানব বসতি এবং নগর ভূ-প্রকৃতিকে আকর্ষণীয় ও বাসযোগ্য করার জন্য উন্মুক্ত বহুমুখী, নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহজে প্রবেশগম্য, সবুজ মানসম্পন্ন এবং সংঘবদ্ধ ও সুসংগতভাবে ছড়ানো সর্বজনিক স্থান তৈরী ও ব্যবস্থাপনা প্রর্বতনসহ স্থানীয় প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

৬৮. শহুরে বদ্বীপ, উপকূলবর্তী এলাকাসমূহ এবং অন্যান্য পরিবশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকাসমূহকে বিশেষ করে পরিবহন, খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ সরবরাহকারী হিসেবে তাদের বাস্তুসংস্থানের প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় নিয়ে বাস্তুসংস্থান কর্তৃক সরবরাহকৃত সেবা এবং বিরূপ পরিবেশে তাদের টিকে থাকার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং উন্নয়নে বাস্তুসংস্থানকে অন্তর্ভুক্ত করতে আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

৬৯. বাস্তুসংস্থানের পুনরুৎপাদন ক্ষমতাকে বিঘ্নিত করে না, এমন বাস্তুসংস্থানভিত্তিক টেকসই ভোগ ও উৎপাদন প্রবণতা লালনে উপকূলীয় এলাকাসহ ভূমির বাস্তুসংস্থানভিত্তিক এবং সামাজিক বৃত্তীয় কার্যক্রমকে সংরক্ষণ ও প্রসারে আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। এছাড়া এলোমেলোভাবে নগরের গড়ে ওঠাসহ প্রয়োজনীয় ভূমি ব্যবহার প্রতিরোধে এবং উৎপাদনশীল ভূমি, ভঙ্গুর ও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুসংস্থানের বিলুপ্ত রোধকল্পে যথাযথ জনঘনত্ব ও নিবিড়তাসহ নগর সম্প্রসারণকে একীভূত করে টেকসই ভূমি ব্যবহার প্রবর্তনে ও আমরা প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি।

৭০. দূরবর্তী কোন উৎসের শক্তি, পানি, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের উপর নির্ভরতা, সেবা সরবরাহের নিরবিচ্ছিন্নতার প্রতি হুমকি স্বরূপ এবং স্থানীয় পর্যায়ে এসব উপকরণের যোগান উক্ত এলাকার অধিবাসীদের সম্পদের সহজলভ্যতাকে সহায়তা করতে পারে, এই উপলব্ধি থেকে আমরা স্থানীয় পর্যায়ে মৌলিক সেবা ও পণ্যের সংস্থানের সহজলভ্যতাকে সহায়তা করতে আমাদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি।

৭১. নতুন উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাস্তুসংস্থানের সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবিতকরণ, পুনরুদ্ধার এবং প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে বৃত্তাকারে পরিভ্রাম্যমাণ অর্থনীতির ক্রান্তিকাল উত্তরণে সচেষ্ট থাকার মাধ্যমে গ্রাম-শহরের সংযোগ, কার্যকরী সরবরাহ এবং মূল্য শৃঙ্খল তথা পরিবেশগত প্রভাব এবং ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমি, পানি (মহাসাগর, সাগর, সুপেয় পানি), শক্তি, পণ্য সামগ্রী, বনভূমি ও খাদ্য এবং পরিবেশগত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সকল প্রকার বর্জ্য, ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদিসহ বায়ু ও স্বল্পকালীন জলবায়ু দূষণসমূহ, গ্রীনহাউস গ্যাস ও শব্দ দূষণ সহকারে টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

৭২. সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় ও অঞ্চল পর্যায়ে নগর ও গ্রামীণ সম্পৃক্ততা বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে দীর্ঘমেয়াদী নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং স্থানিক উন্নয়ন অনুশীলনে আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

৭৩. আমরা পানিচক্রকে বিবেচনায় নিয়ে নগর, নগরের প্রান্তীয় অঞ্চল এবং গ্রামীণ পানির উৎসমূহের সংস্কারের মাধ্যমে পানি দূষণ হ্রাস এবং শোধন, পানির অপচয় রোধ, পানির পুনঃব্যবহারের প্রসার এবং পানির মজুদ, জলাধার ও পুনঃসঞ্চয় বৃদ্ধির দ্বারা পানি সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারকে উদ্বুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর।

৭৪. আমরা বর্জ্য হ্রাস করা, পুনঃব্যবহার ও পুনঃব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে যথোপযুক্তভাবে পরিবেশগতভাবে যুক্তিসঙ্গত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই পদ্ধতিতে বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস নিশ্চিত করবো। বর্জ্য নিষ্কাষণে ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে এবং যখন বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্য থাকবে না বা যখন এটি সর্বোত্তম পরিবেশগত ফলাফল প্রদানে অক্ষম হবে, তখন বর্জ্যকে শক্তিসম্পদে রূপান্তর করতে বদ্ধপরিকর, সেই সাথে উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে উন্নত বর্জ্য ও দূষিত পানি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামুদ্রিক দূষণ হ্রাসের নিশ্চয়তা দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৭৫. আমরা জাতীয়, আঞ্চলিক, স্থানীয় সরকারকে উন্নয়নে যথোপযুক্তভাবে উৎসাহিত করছি যাতে তারা, স্থিতিশীল, নবায়নযোগ্য ও সুলভ জ্বালানি ব্যবহার করে, জ্বালানি-সাশ্রয়ী দালান নির্মাণ ও নির্মাণকৌশল অবলম্বন করে, সেইসাথে, জ্বালানি সংরক্ষণ ও কর্মদক্ষতা প্রদান করে গ্রীন হাউস গ্যাস ও কার্বন নিঃসরণ প্রশমিত করার প্রক্রিয়াকে সচলতা প্রদান করতে পারে, যা কিনা টেকসই ভোগ-উৎপাদন প্রবণতা নিশ্চিত করতে এবং নতুন পরিমিত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে, জনস্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে এবং জ্বালানি সরবরাহ ব্যয় হ্রাস করতেও ভূমিকা রাখে।

৭৬. আমরা কাঁচামাল ও নির্মাণ সামগ্রী যেমন- কংক্রিট ধাতব সামগ্রী, কাঠ, খনিজ পদার্থ ও ভূমি দক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই সাথে নিরাপদ উপকরণ পুনঃপ্রাপ্তি এবং পুনঃব্যবহার সুবিধা প্রবর্তনে টেকসই ও ঘাতসহ দালানসমূহে স্থানীয়, নিরাপদ, পুনঃব্যবহৃত উপকরণসমূহ, সীমামুক্ত রং ও প্রলেপনকে অগ্রাধিকার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৭৭. শহর ও মানব বসতির দুর্যোগ সহনশীলতা দৃঢ়করণে আমরা বদ্ধপরিকর। উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে সমন্বিত, বয়স ও লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রকল্পনীতিসমূহ ও পরিকল্পনা এবং সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ২০১৫-২০৩০ এর অনুরূপ বাস্তুসংস্থান-ভিত্তিক পদক্ষেপ, মানসম্পন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং স্থানিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে; সকল পর্যায়ে, সংকটাপন্নতা ও ঝুঁকি হ্রাস করে সামগ্রিক এবং তথ্যের ভিত্তিতে দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন এবং ব্যবস্থাপনাকে মূলধারায় সঞ্চালিত করে; বসতবাড়ি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও সেবাসমূহকে বিপর্যয় মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণে, সাড়া দানে, খাপ খাওয়াতে এবং তাদেরকে বিপর্যয়-পরবর্তী মানসিক আঘাত ও অন্তর্নিহিত ধকলসহ বিপর্যয়ের প্রভাবসমূহ থেকে দ্রুত পরিত্রাণ পেতে সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে আমরা এটি বাস্তবায়ন করবো। সেইসাথে আমরা উদ্বুদ্ধ করবো অবকাঠামো উন্নয়নকে, যেটি হবে দুর্যোগসহনশীল। এর মধ্যে বসতি ও অনানুষ্ঠানিক মানববসতির পুনর্বাসন ও মানন্নোয়ন উল্লেখ্য। এছাড়াও, আমরা স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে নিয়ে বস্তি ও নিম্ন-আয়ের বসতিসমূহ ও অন্যান্য সকল ঝুঁকিপূর্ণ আবাসনগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবো।

৭৮. আমরা প্রতিক্রিয়াশীল থেকে আরো ক্রিয়াশীল পরিবর্তনের জন্য সকল ঝুঁকি গ্রহণ এবং বিপর্যয়ে সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগসমূহকে সমর্থন প্রদান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি প্রশমন ও নির্মাণ স্থায়িত্ব আনতে প্রকৃষ্ট বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ, সময় উপযোগী ও কার্যকরী স্থানীয় প্রতিক্রিয়া নিশ্চিতকরণ, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দূর্যোগ বা সংঘাত দ্বারা আক্রান্ত বাসিন্দাদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনসমূহের প্রতি সাড়াদান উল্লেখ্য। সমন্বিত দুর্যোগসহনশীল বিনির্মাণে পরিবেশগত ও স্থানিক পদক্ষেপ গ্রহণে পূর্বোক্ত দুর্যোগসমূহের থেকে শিক্ষাগ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নতুন ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় এই প্রচেষ্টাতে 'বিল্ড ব্যাক বেটার' নীতির দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৭৯. আমরা আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের জলবায়ু কর্মপ্রক্রিয়া প্রচারে বদ্ধপরিকর। সেইসাথে, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো ও প্রশমনকল্পে তাদের বাসিন্দা ও সকল স্থানীয় অংশীজনদের এই

উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করছি। আমরা একইসাথে টেকসই বিনির্মাণে এবং প্রাসঙ্গিক সকল ক্ষেত্রসমূহ থেকে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করার অঙ্গীকার করছি। এজন্য, এমন পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হওয়া উচিত, যা ইউএনএফসিসি এর প্যারিস এগ্রিমেন্ট এর লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মধ্যে থাকছে, প্রাক-শিল্প পর্যায়সমূহের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে সঙ্গতভাবে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে ধরে রাখা এবং প্রাক-শিল্প পর্যায়সমূহের পরবর্তী স্তরের উন্নয়নে তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে সীমিত রাখার প্রচেষ্টা অনুসন্ধান।

৮০. আমরা বাস্তুসংস্থানভিত্তিক অভিযোজন কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে নগরবাসীদের দুর্যোগসহনশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অভিযোজন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা প্রণয়নের জন্য শহর পর্যায়ে জলবায়ু সৃষ্ট বিপন্নতা ও প্রভাব নির্ণয় করাসহ মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন পরিকল্পনাকে সহায়তা করতে বদ্ধপরিকর।

কার্যকর বাস্তবায়ন

৮১. আমরা স্বীকার করি যে,'নতুন নগর এজেন্ডা'তে বর্ণিত রূপান্তরমূলক প্রতিশ্রুতিসমূহকে বাস্তবে রূপদান করতে হলে জাতীয়, অঞ্চল এবং স্থানীয় পর্যায়ে নীতিমালা কাঠামোকে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা এবং নগরের স্থানিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনাকে সমন্বয়ের মাধ্যমে সক্ষমতা প্রদান করতে হবে এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে উত্তম অনুশীলন, নীতিমালা ও কর্মসূচি বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নসহ কার্যকরী বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

৮২. 'নতুন নগর এজেন্ডা'কে নগর ও গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশল ও কর্মসূচির মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করে টেকসই নগরায়নের সমন্বিত পন্থাকে কার্যকর রূপদান করার জন্য আমরা জাতিসংঘ এবং বহুপাক্ষিক পরিবেশ বিষয়ক চুক্তিসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক, বেসরকারি খাত ও অন্যান্য অংশীজনসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে আহ্বান জানাই।

৮৩. এই প্রসঙ্গে আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ এর ৮৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৌশলগত পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন কাঠামোর আওতায় টেকসই নগর উন্নয়ন জাতিসংঘের বৃহত্তর সমন্বয় ও একত্রে সংযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করছি।

৮৪. আমরা আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থী কোন প্রকার একপাক্ষিক অর্থনৈতিক, আর্থিক বা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকতে রাষ্ট্রসমূহকে দৃঢ়ভাবে আহ্বান জানাই, যা বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

নগর প্রশাসন কাঠামো নির্মাণ: সহায়ক কর্মকাঠামো প্রতিষ্ঠা

৮৫. আমরা ২০০৭-এ ইউএনহ্যাবিট্যাট এর প্রশাসনিক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক নির্দেশমালার অন্তর্ভুক্ত বিকেন্দ্রীকরণ ও সকলের জন্য মৌলিক সেবাপ্রাপ্তির নীতিমালা ও কৌশলগুলোকে স্বীকৃতি জানাই।

৮৬. আমরা স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক আর্থিক কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত যথোপযুক্ত আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক জাতীয় এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর মাধ্যমে সুসংহত উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনার অংশ হিসেবে টেকসই নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনার মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক বাস্তবায়নযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক নগর নীতিমালার মাধ্যমে নতুন নগর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবো।

৮৭. আমরা বহু-স্তরভিত্তিক পরামর্শ কৌশলের মাধ্যমে এবং সরকারের প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য স্ব-স্ব-সামর্থ্য, উপকরণযন্ত্র এবং সম্পদকে সুস্পষ্টভাবে নিরূপণের মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় ও সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবো।

৮৮. নগরায়ণের সমন্বিত কৌশলসমূহ শক্তিশালীকরণ এবং সমন্বিত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আমরা রাজনৈতিক প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায় ও মানদণ্ডে এবং প্রশাসনিক সীমানার বাইরে যথোপযুক্ত কার্যক্ষেত্র বিবেচনা করে প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন সেক্টরাল নীতিমালা তথা গ্রামীণ উন্নয়ন, ভূমি ব্যবহার, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সরকারি সেবাসমূহ, পানীয়জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শক্তি, আবাসন ও পরিবহন নীতিমালার লক্ষ্য ও পদক্ষেপসমূহের মধ্যে সঙ্গতি বিধান করবো।

৮৯. আমরা সমতা ও বৈষম্যহীনতার আদর্শের ওপর ভিত্তি করে আইনগত ও নীতিমালার কর্মকাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পদক্ষেপ নেব। কার্যকরীভাবে জাতীয় নগর নীতিমালাকে বাস্তবরূপ দিতে সরকারসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে, নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসাবে তাদের ক্ষমতায়ন এবং রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বিকেন্দ্রীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালনে আমরা আশু পদক্ষেপ নেব।

৯০. আমরা জাতীয় আইনসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারের ধারণক্ষমতা সুদৃঢ়করণে এবং কার্যকরী স্থানীয় ও মহানগর পর্যায়ে বহু স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কার্যনির্বাহী সীমার মধ্যে এবং কার্যোপযোগী এলাকার ওপর ভিত্তি করে উপ-জাতীয় ও স্থানীয় সরকারগুলোর সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট থাকবো। সংকটাপন্ন শহরগুলোর সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ও অঞ্চলভিত্তিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রদান; আমরা যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া, টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ, মহানগর ভিত্তিক প্রশাসনকে বর্ধিত করবো যেটি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈধ কার্যকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। আমরা স্থানীয় সরকারসহ সর্বস্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকার প্রদানসহ নারীদের পূর্ণ ও কার্যকরী অংশগ্রহণ ও সমঅধিকারকে উৎসাহিত করব।

৯১. আমরা স্থানীয় সরকারকে স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জাতীয় আইন ও নীতির সাথে নিজস্ব প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো যথাসম্ভব নিষ্পত্তি করতে সমর্থন জানাবো। আমরা উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকাঠামো ও স্থানীয় সরকারকে বিভিন্ন সম্প্রদায়, সুশীল সমাজ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্ষেত্রসমূহের সাথে অংশীদারিত্ব গড়তে উদ্বুদ্ধ করবো, যাতে মৌলিক সেবা ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো নিশ্চিত হয়, জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে, সমন্বিত লক্ষ্য, কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা পালনের কর্তব্য সুসংজ্ঞায়িত হয়।

৯২. আমরা ব্যাপকভিত্তিক ও যথোপযুক্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অবারিত তথ্য প্রবাহের ব্যবহার করে সকলের জন্য উন্মুক্ত সহযোগিতা ও পরামর্শের মাধ্যমে সরকারের সকল স্তর ও সুশীল সমাজের মধ্যে সরাসরি অংশীদারিত্বের নতুন কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে ধারণাগত পর্যায় থেকে নকশা তৈরী পর্যন্ত, বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনাকরণে নগর ও অঞ্চল নীতিমালা ও পরিকল্পনা পদ্ধতিতে বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিকে উদ্বুদ্ধ করবো।

শহুরে স্থানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

৯৩. আমরা ইউএনহ্যাবিট্যাট এর গভর্নিং কাউন্সিলের ২৩ এপ্রিল, ২০১৫ তে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে গৃহীত ২৫/৬ ধারার আওতায় ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইনস অন আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল প্ল্যানিং এ অন্তর্ভুক্ত শহুরে ও আঞ্চলিক পরিকল্পনার নীতি ও কৌশলসমূহকে স্বীকার করছি।

৯৪. আমরা সংহত পরিকল্পনার বাস্তব রূপদান করবো, যা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অর্থনীতিতে স্বল্পমেয়াদী চাহিদার সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাব্য পরিণতির ভারসাম্য রক্ষা করে উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন জীবন এবং স্থিতিশীল পরিবেশ রচনার লক্ষ্যে কাজ করবে। সেই সাথে পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে আমাদের পরিকল্পনায় নমনীয়তা আনার জোর প্রচেষ্টা চালাবো। আমরা এই পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তব রূপদান করবো এবং একটি উত্তম বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের বিকাশের উপায় বের করতে সচেষ্ট থাকবো।

৯৫. আমরা শহর ও মানব বসতির পৃথক মানদণ্ডে সংহত, বহুকেন্দ্রিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করব। এক্ষেত্রে, ছোট ও মধ্যম আকারের শহর ও নগরগুলোর মধ্যে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সহায়তায় উদ্বুদ্ধ করা, তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি ব্যবস্থার বৃদ্ধি করা, টেকসই, সুলভ, পর্যাপ্ত, ঘাতসহ এবং নিরাপদ আবাসন, অবকাঠামো, সেবাসমূহতে প্রবেশযোগ্যতার নিশ্চয়তা দেয়া, কার্যকরী নগর ও গ্রামীণ ব্যবসায়িক সংযোগের সুবন্দোবস্ত করা, গ্রামীণ ও শহুরে বসতির মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন কৃষক ও মৎস্যজীবীদের স্থানীয়, আঞ্চলিক জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মূল্য এবং বাজার ব্যবস্থার সাথে সংযুক্তি নিশ্চিত করার বিষয়গুলো প্রণিধানযোগ্য। এছাড়া নগর কৃষি ও চাষাবাদকে সহায়তা করাসহ টেকসই ও খাদ্য নিরাপত্তার উপায় হিসেবে স্থানীয় বাজার ও বাণিজ্যের সক্রিয় ও প্রবেশযোগ্য নেটওয়ার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় টেকসই ভোগ ও উৎপাদন এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টিতে আমরা দায়বদ্ধ।

৯৬. আমরা টেকসই নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমান্ত এবং প্রান্তিক এলাকাসহ সকল আকারের নগর ও পারিপার্শ্বিক গ্রামীণ এলাকার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করবো; টেকসই অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা উদ্দীপিত করা ও নগর ও গ্রামীণ সম্পৃক্ততায় যথার্থ আঞ্চলিক বিকাশকে উদ্বুদ্ধ করতে টেকসই আঞ্চলিক অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের উন্নয়নে সহায়তা করবো। এ বিষয়ে পৌর ও মহানগরীর প্রশাসনিক কার্যক্রম, নাগরিক পরিষেবা এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে অঞ্চল ও স্থানীয় কার্যক্রমের ভিত্তিতে আমরা নগর-গ্রামীণ অংশীদারিত্ব ও আন্তঃপৌর সহযোগিতা কার্যকৌশলকে উদ্বুদ্ধ করবো।

৯৭. আমরা বস্তি ও অনানুষ্ঠানিক বসতির মানোন্নয়নসহ যথাযথভাবে নগর এলাকায় নবায়ন, পুনরুজ্জীবিতকরণ, এবং সংস্কারকার্যকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পিত উপায়ে নগরের বিস্তৃত ও অভ্যন্তরীণভাগের বিন্যাসকে উদ্বুদ্ধ করবো। আমরা উচ্চমানসম্পন্ন ভবন এবং সর্বজনিন স্থানের সংস্থান করবো, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও অধিবাসীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অঙ্গীভূত ও অংশগ্রহণমূলক পন্থাকে উদ্বুদ্ধ করবো; সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ, শহরের এলোমেলো ও অসমভাবে ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে স্থানিক ও আর্থসামাজিক বিচ্ছিন্নকরণ বিত্তবান ব্যক্তিদের বসতি স্থাপনের বলে শহরের দরিদ্র এলাকায় উন্নতি সাধনকে পরিহার করবো।

৯৮. নগর এলাকায় এলোমেলো ও অসমভাবে ছড়িয়ে পড়া, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের চ্যালেঞ্জ কমানো ও চাহিদা ধারণ এবং মাথাপিছু সেবা প্রদানের খরচ কমানো, ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থনীতির মাত্রা অর্জন পুঞ্জীভূতকরণের জন্য ন্যায়সঙ্গত নীতির ভিত্তিতে নগরের পরিকল্পিত সম্প্রসারণ টেকসই ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, ঘনবিন্যস্তকরণ, বহুকেন্দ্রিক, যথাযথ জনঘনত্ব ও যোগাযোগ, ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, নির্মিত এলাকায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মিশ্রব্যবহারসহ সংহত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করবো।

৯৯. আমরা নগর পরিকল্পনা কৌশলের যথাযথ বাস্তবায়নকে সমর্থন করবো, যা মানসম্পন্ন মৌলিকসেবাসমূহ এবং সার্বজনিন স্থানসহ সাশ্রয়ী আবাসনের ব্যবস্থা সৃষ্টি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বৃদ্ধি, সামাজিক ও আন্তঃপ্রজন্ম মিথস্ক্রিয়া সহজসাধ্যকরা এবং বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে আমরা নগর পরিকল্পনা কৌশলের যথাযথ বাস্তবায়নকে সমর্থন করবো। আমরা সেবা সরবরাহকারী পেশাজীবী ও সহিংসতাপূর্ণ নগরে বসবাসকারী সম্প্রদায়কে যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সহায়তায় প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

১০০. আমরা যৌন হয়রানি ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাসহ অপরাধ ও সহিংসতামুক্ত সকলের জন্য সহজে প্রবেশগম্য নিরাপদ, সবুজ ও মানসম্পন্ন উত্তমরূপে নকশাকৃত রাস্তা ও অন্যান্য সার্বজনিন স্থান সরবরাহকরণে সহযোগিতা করবো। এক্ষেত্রে মানব মানদণ্ড ও মান বিবেচনা করে তার পরিপার্শ্বকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য সুবিধা দিবে, অলাভজনক সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপসহ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকার স্থানীয় বাজার ও বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে, জনগণকে সার্বজনিন স্থানের সুবিধা দিবে এবং সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পদচারণা ও সাইকেল চালানকে উৎসাহিত করবে।

১০১. আমরা নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা পদ্ধতিতে গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ, ঘাতসহনশীলতা ভিত্তিক ও জলবায়ু সহনীয় স্থানিক, ইমারত ও নির্মাণ, সেবা ও অবকাঠামোর নকশা এবং প্রকৃতি নির্ভর সমাধানসহ বয়স ও লিঙ্গ

সংবেদনশীল দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমনকে অন্তর্ভুক্ত করবো। আমরা সকল সেক্টরের সহযোগিতা ও সমন্বয়কে উৎসাহিত করবো এবং একই সাথে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং সাড়া দান পরিকল্পনা যেমনঃ বিদ্যমান ও ভবিষ্যত সুবিধাদি ও অবস্থানগত ঝুঁকি নিরূপণ এবং পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ও অপসারণ পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়নে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবো।

১০২. আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকবে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং এলাকাভিত্তিক নগর পরিকল্পনাবিদগনের নগর পরিকল্পনা ও নকশা বিষয়ক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০৩. নাগরিক নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মানের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে আমরা অপরাধ ও সহিংসতা প্রতিরোধ, সন্ত্রাস ও চরমপন্থীদের সহিংসতা রোধে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এই ধরনের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কমিউনিটি এবং বেসরকারিভাবে নিয়োজিত বিভিন্ন নাগরিক সেবাদান কার্যালয় যারা, নগর পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ উন্নয়নের জন্য বস্তি ও অনানুষ্ঠানিক বাসস্থানসহ সকল ক্ষেত্রে নাগরিক নিরাপত্তার জন্য সহিংসতা প্রতিরোধ করবে এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিসমূহের উন্নয়নে দুর্বলতা ও সাংস্কৃতিক কারণসমূহ চিহ্নিত করে অপরাধ ও সহিংসতা প্রতিরোধ নীতিমালা গ্রহণ করতে সহায়তা প্রদান করবে।

১০৪. আমরা স্বচ্ছ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং ভূমির ব্যবহার, সম্পত্তির নিবন্ধন ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা ব্যবহার ভূমির নিবন্ধন ও পরিচারণা পদ্ধতি প্রবর্তনের নিমিত্তে একটি শক্তিশালী সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে সহযোগিতা করতে আমাদের সম্মতি জ্ঞাপন করছি। ভূমির মূল্য পরিবর্তন মূল্যায়নের জন্য উচ্চ মানসম্পন্ন সময়োচিত, নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার তৈরীর নিমিত্তে নানাবিধ কার্যসম্পাদন পদ্ধতির মাধ্যমে মৌলিক পরিসংখ্যান, যথা- ভূমির বিস্তারিত নকশা (Cadastries) মূল্য নির্ধারণ ও ঝুঁকির মানচিত্র এবং ভূমি ও গৃহের মূল্য লিপিবদ্ধকরণে আমরা স্থানীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সহায়তা করবো। এই তথ্যভাণ্ডার ব্যক্তির আয়, বয়স, লিঙ্গ, নরগোষ্ঠী, নৃ-গোষ্ঠী মর্যাদা, অসামর্থ্যতা ভৌগলিক অবস্থান এবং জাতীয় পর্যায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অসামর্থ্যতা দ্বারা বিবেচিত হবে না এবং কোন বৈষম্যমূলক ভূমি নীতিতে ব্যবহৃত হবে না।

১০৫. আমরা পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মানের অধিকারের উপাদান হিসেবে পর্যাপ্ত আবাসনের অধিকারের ক্রমবর্ধমান বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করবো। আমরা জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানিয় পর্যায়ে উন্নয়ন কৌশল, ভূমি নীতিমালা ও আবাসনের যোগানের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের জন্য সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পূরক নীতি ব্যবহার করে যথাযথ গৃহায়ণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবো।

১০৬. সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, ফলপ্রসূ অর্থনীতি এবং পরিবেশ সুরক্ষামূলক নীতির ভিত্তিতে আমরা আবাসন নীতিমালা প্রণয়নে সহযোগিতা করবো। পর্যাপ্ত অবকাঠামোসহ শহরের কেন্দ্রীয় ও কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ভূমিসহ সাশ্রয়ী ও টেকসই আবাসনের জন্য সরকারি সম্পদের ফলপ্রসূ ব্যবহারকে সহায়তা করবো এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সংলগ্নতা সহায়তা করার জন্য মিশ্র আয়ভিত্তিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করবো।

১০৭. ব্যাপক পরিসরে সাশ্রয়ী, ভাড়া বা বিভিন্ন মেয়াদে আবাসন ব্যবস্থাসহ টেকসই আবাসন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা নীতিমালা প্রণয়ন, উপায় নির্ধারণ, কর্ম সম্পাদন পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক কাঠামো বিস্তারকে উৎসাহিত করব। এছাড়া ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে আবাসনের যোগান (বিশেষ করে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য) বৃদ্ধি কল্পে সমবায় ভিত্তিক সমাধান যেমন-অংশীদারী আবাসন, গোষ্ঠীভিত্তিক ভূমি সংগঠন এবং অন্যান্য প্রকারের যৌথ মালিকানা ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহিত করবো। আমরা বিচ্ছিন্ন ও বলপূর্বক আবাসন উচ্ছেদ প্রতিরোধ এবং মর্যাদাপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পুনর্বাসন নিশ্চিত করবো। এই কার্যক্রমসমূহ ক্রমবর্ধমান আবাসন এবং স্ব-নির্মিত স্কিমকে বিশেষ করে বস্তি ও অনানুষ্ঠানিক বসতি উন্নয়ন কর্মসূচিকে সহায়তা করে।

১০৮. আমরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আবাসন ও স্বাস্থ্য এর মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ককে বিবেচনা করে এবং বর্জন ও বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে স্থানীয় সংহত আবাসন পদ্ধতি ত্বরান্বিত করতে আবাসন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করবো।

উপরন্তু আমরা একটি সুসংহত নীতিমালা এবং কার্যকরী অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল যেমন: সমন্বিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই গৃহায়ণই প্রথম কর্মসূচির মাধ্যমে গৃহহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করাসহ এর অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং নির্মূল করার জন্য আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

১০৯. নগরের বস্তি ও অনানুষ্ঠানিক আবাসন ব্যবস্থাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিমাপের সাথে একত্রীকরণের দ্বারা বস্তুগত ও পরিবেশগত উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানে যথাযথভাবে আর্থিক ও মানব সম্পদের সম্ভাব্য বরাদ্দ বৃদ্ধি আমাদের বিবেচনার বিষয়। এই পদ্ধতি বা কৌশলসমূহ যতটা সম্ভব টেকসই, পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী আবাসনের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। মৌলিক ও সামাজিক সেবাসমূহ এবং নিরাপদ, পরিপূর্ণ, সহজলভ্য, সবুজ ও মানসম্মত পাবলিক প্লেস/উন্মুক্ত স্থানের বিষয়গুলো এর মধ্যে সম্বলিত হবে। [এই পদ্ধতি ভাড়াটে বা বসবাসকারীদের নিত্যনৈমিত্তিক নিশ্চয়তা প্রদান করবে, যা দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রশমন ও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাও পালন করবে]।

১১০. বস্তি ও অনানুষ্ঠানিক আবাসনবাসীদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য গৃহীত পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বস্তি ও অনানুষ্ঠানিক আবাসনে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অনুপাত কমাতে সুনির্দিষ্ট ও অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির বাস্তবায়নে আমরা সহায়তা করবো।

১১১. যথাসম্ভব বিল্ডিং কোড, মানসম্মত, উন্নয়ন/নির্মাণ অনুমোদন, আইন ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে ভূমির পূর্ণ ব্যবহার, পরিকল্পনা প্রণয়ন, দালাল প্রতিহতকরণ ও প্রতিরোধ, উচ্ছেদ, গৃহহীনতা এবং জোরপূর্বক অবাধে উচ্ছেদ, দীর্ঘস্থায়িত্বের নিশ্চয়তা, গুণমান, সাশ্রয়ী, সামর্থ্য ও প্রাপ্যতা এবং সহজলভ্যতার নিরিখে আবাসন ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত ও প্রয়োগযোগ্য বিধানাবলী প্রণয়নে আমরা সহযোগিতা করবো। সর্বোচ্চ মানের ও সময়োপযোগী এবং সুনির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক দিক বিবেচনায় জাতীয়, বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক ক্ষেত্রে সুবিন্যস্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবাসন ব্যবস্থার চাহিদা ও যোগান বিষয়ক তথ্য প্রদানে সহায়তা করবো।

১১২. আমরা টেকসই নগর উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সহযোগিতা করব, যেখানে নীতিমালার মূল লক্ষ্য হবে মানুষের চাহিদা ও আবাসন। আদর্শস্থানে ও সঠিকভাবে বণ্টনকৃত আবাসন পরিকল্পনা প্রাধান্য পাবে, যার মাধ্যমে নগরায়ণ পদ্ধতির বাইরের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সম্প্রসারণ সেটা যেকোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অংশেরই হোক না কেন, প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদা পূরণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক তারতম্য বিবেচনায় তাদের উন্নয়ন ও সুবিধা প্রদান করা হবে।

১১৩. উন্নত সড়ক নিরাপত্তা ও একীভূত টেকসই যাতায়াত এবং যোগাযোগ কাঠামো পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনার জন্য 'ইউনাইটেড নেশনস ডিকেড অব অ্যাকশন ফর রোড সেফটি' অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম বা পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন- নারী ও শিশুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা দরকার, সেই সাথে শিশু ও যুব, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি এবং যারা সুবিধাবঞ্চিত অবস্থায় আছেন তাদের সহযোগিতার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে। আমরা পথচারীর নিরাপত্তা ও সাইকেলে যাতায়াতের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সংযোজন, প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে কার্যকরীভাবে রক্ষা ও সহায়তায় ভূমিকা রাখবো, ব্যাপক আকারে বলা যায় স্বাস্থ্যগত উন্নতি বিশেষত আঘাত প্রতিরোধ এবং সংক্রমণহীন রোগবালাই ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এছাড়াও আমরা মোটরসাইকেলের নিরাপত্তার জন্য একটি সমন্বিত আইনের বিধান ও নীতিমালা প্রণয়নে কাজ করবো। বিশ্বব্যাপী বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অস্বাভাবিক উচ্চহারে ও ক্রমাগত বর্ধিত সংখ্যায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ও আহত হবার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয় যাত্রা সুস্থ ও নিরাপদ রাখতে ভূমিকা রাখবো।

১১৪. বয়স এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সাশ্রয়ী, সহজলভ্য এবং টেকসই নগর যাতায়াত ব্যবস্থা এবং স্থল ও জল যোগাযোগ ব্যবস্থায় সকলের নিরাপত্তা বিধানে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো, যাতে করে নাগরিক জীবনে ও

জনবসতি স্থাপনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সকলের যথার্থ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। সার্বিকভাবে বিস্তৃত ও প্রসারিত ক্রমবর্ধমান নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে যথার্থ ও কার্যকরী যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের দ্বারা প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ে সহায়তা প্রদান জরুরি:

ক. হাঁটাচলা ও সাইকেল ব্যবহারের সাথে গণপরিবহণকে নিজস্ব মোটরচালিত পরিবহণের উপর অগ্রাধিকার প্রদান এবং গণপরিবহনের নিরাপত্তা, পর্যাপ্ততা, সাশ্রয়, টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্ব প্রদান;

খ. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাস স্থানান্তরের হার কমাতে সাশ্রয়ী আবাসন, মিশ্র আয়ের আবাসন ও মিশ্র পেশাগত ও সেবাদান ব্যবস্থার জন্য সমতাভিত্তিক ট্রানজিট-ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট (টিওডি) প্রণয়ন;

গ. উন্নত ও সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা ও পরিকল্পিতভাবে ভূমির ব্যবহার, যাতায়াত ও পরিবহণের প্রয়োজন কমানো, শহর, উপশহর এবং গ্রামে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোর দ্বীপ বা উপকূলীয় শহরগুলোতে জলপথ ও স্থলপথে যাতায়াত ব্যবস্থার বিস্তৃতি লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও নির্দেশনা প্রদান;

ঘ. টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমন্বিত ও দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকার দ্বারা পণ্য ও সেবার পর্যাপ্ততা, পরিবেশের উপর ন্যূনতম প্রভাব এবং বাসযোগ্য নগর বিস্তৃতিকরণে পণ্য ও মালামাল পরিবহণের সময়োপযোগী নাগরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন;

১১৫. জাতীয়, বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে নগর ও মেট্রোপলিটান যোগাযোগ পরিকল্পনায় ব্যাপকতর সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মকৌশল ও একটি সর্বজনীন কর্মকাঠামো তৈরী ও প্রণয়নে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করবো, যেখানে পরিবেশ এর উপর প্রভাব, অর্থনীতি, সামাজিক যোগাযোগ, জীবনযাত্রার মান, সহজলভ্যতা, নিরাপদ সড়ক, জনস্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলো বিবেচনায় থাকবে।

১১৬. নগর ও মেট্রোপলিটন এলাকায় পরিবহণ ও যোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের টেকসই, উন্মুক্ত, স্বচ্ছ পরিষেবা এবং নীতিমালার প্রণয়নের প্রক্রিয়া ও কাঠামো গঠনে আমরা সার্বিক সহায়তা প্রদান করবো, যেখানে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও পরিবহণ এবং যোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য চুক্তিভিত্তিক পারস্পারিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্যাদির ব্যবস্থাপনা, যা পরবর্তীতে জনস্বার্থ সংরক্ষণ, ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা এবং পারস্পরিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

১১৭. পরিবহণ এবং নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগের সমন্বয়ে জাতীয়, বিভাগীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে টেকসই, নগর ও মেট্রোপলিটন পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও নীতিমালার কাঠামো প্রণয়নে আমরা সহযোগিতা করবো। প্রণীত নীতিমালা ও পরিকল্পনাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমরা বিভাগীয় ও স্থানীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সহযোগিতা দিয়ে সহায়তা প্রদান করবো।

১১৮. দ্রুত যাত্রী পরিবহণ পদ্ধতি, আন্তঃপরিবহণ ব্যবস্থা, আকাশপথ ও রেলপথে পরিবহণ ও যাতায়াত অবকাঠামো ও প্রক্রিয়া উন্নয়নকল্পে আমরা জাতীয়, বিভাগীয় ও স্থানীয় সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিকাশ ও বিস্তৃতির জন্য তাদের উৎসাহ প্রদান করবো; যাতে করে সঙ্কীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিরাপদ, পর্যাপ্ত এবং ব্যাপকহারে অভিনব ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত পথচারী ও সাইকেল চালনার অবকাঠামোগত প্রসার ঘটানো যায়। যার ফলে পর্যাপ্ততা, সংযোগ, সহজলভ্যতা, সুস্বাস্থ্য এবং মানসম্মত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা সম্ভব।

১১৯. পানি বাহিত বিভিন্ন ধরনের সংক্রামিত রোগবালাই থেকে সুস্বাস্থ্য ও সকলের জন্য সর্বজনীন ও সুষম, নিরাপদ ও সহজলভ্য সুপেয় পানির সুনিশ্চিত সরবরাহের জন্য এবং একই সাথে উন্মুক্ত মলত্যাগ ব্যবস্থা বন্ধে পর্যাপ্ত ও সহজপ্রাপ্য পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য নিশ্চিককরণ এবং বিশেষ নজরদারির সাথে নারী ও কন্যা শিশুদের নাজুক পরিস্থিতি থেকে নিরাপদ করতে, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য, সুয়ারেজ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগর ড্রেনেজ পদ্ধতি, বায়ূ দূষণ এবং দূষিত পানি ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রতিরোধক, সহজপ্রাপ্য এবং টেকসই অবকাঠামো ও সেবাদান পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও কার্যকর করতে আমরা প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিনিয়োগের জন্য সার্বিক

সহযোগিতা করবো। অভিনব, পর্যাপ্ত কাঁচামাল নির্ভর, সহজলভ্য, উদ্দেশ্য পূরণে এবং সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার প্রতি সম্মানজনক অবস্থানের মাধ্যমে নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে সকলের অংশগ্রহণে জলবায়ু সহনশীল আবাসন ও যাতায়াত ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্তিসহ দীর্ঘস্থায়ী সমাধান বাস্তবায়নের নিশ্চয়তায় আমরা বদ্ধপরিকর।

১২০. আমরা অসমতা দূর করার লক্ষ্যে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জনগণের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে টেকসই নগর অবকাঠামোগত সেবাসহ দীর্ঘস্থায়ী পানি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বাস্তবায়নে কাজ করবো। যেখানে সকলের জন্য সর্বজনীন, নিরাপদ ও সহজলভ্য সুপেয় পানি এবং সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সুষম ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানে সহায়তা দেওয়ার নিশ্চয়তা থাকবে।

১২১. আমরা বিভাগীয় এবং স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সহযোগিতার দ্বারা জ্বালানি পর্যাপ্ততা ও টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান করে সাশ্রয়ী মূল্যের, নির্ভরযোগ্য এবং সর্বাধুনিক সর্বজনীন জ্বালানি সেবা নিশ্চিত করবো। যার ফলে পর্যাপ্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাধারণ জনগণের ভবন, বিভিন্ন অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধার সাথে প্রত্যক্ষ বিভাগীয় এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থাৎ যেখানে স্থানীয় অবকাঠামো ও কোড, আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প ভবনে, কারখানা, পরিবহণে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এবং স্যানিটেশনে একেবারে প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেয়া। ভবন নির্মাণ কোড অনুসরণ ও মানসম্মত ও মন্ত্রণালয়ের নবায়নযোগ্য লক্ষ্য, জ্বালানি পর্যাপ্ততার প্রচার, বর্তমান ভবনসমূহ ও জনগণের জন্য জ্বালানি পরিষেবামূলক নীতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমার্জন ও সংশোধন করার ক্ষেত্রে আমরা সার্বিক প্রণোদনা প্রদান করবো।

১২২. আমরা বর্জ্য নিষ্কাশনে সর্বজনীন প্রাপ্যতার জন্য টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিকেন্দ্রীকরণে সমর্থন প্রদান করবো। আমরা দায়িত্বশীল উৎপাদক পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা ও সমর্থন প্রদান করবো, যেখানে নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় আর্থিক ও বর্জ্য সংগ্রহসহ প্রক্রিয়াজাতকরণে এবং স্তূপীকৃত বর্জ্যের আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য ঝুঁকি কমিয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য পুনঃব্যবহার প্রক্রিয়ার হার বৃদ্ধির কার্যকরী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করবো।

১২৩. ক্ষুধা ও অপুষ্টি নির্মূলে আমরা নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনায় নাগরিক তথা দরিদ্র নগরবাসীর সমন্বিত খাদ্য নিশ্চয়তা ও পুষ্টি মেটাতে সহায়তা প্রদান করবো। শহর, উপশহর ও গ্রামীণ এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য নিশ্চয়তা ও কৃষি নীতি সমন্বয়ের দ্বারা খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিপণন ব্যবস্থার সুবিধা ভোক্তাদের সাশ্রয়ী ও পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়ার মাধ্যমে খাদ্যের অপচয় কমিয়ে ও রোধ করে এবং উচ্ছিষ্ট খাদ্য পুনঃব্যবহারে আমরা সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবো। এছাড়াও জ্বালানি, পানি, স্বাস্থ্য, পরিবহণ এবং বর্জ্য নীতিমালার সাথে খাদ্য নীতিমালার সমন্বয় করবো, যার ফলে বীজের জেনেটিক বৈচিত্র্য রক্ষা ও ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার হ্রাস এবং অন্যান্য নীতিমালার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও ন্যূনতম অপচয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

১২৪. আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নগর পরিকল্পনা এবং কৌশলগত পরিকল্পনায় সংস্কৃতি-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সকল ধরনের পরিকল্পনা উপকরণ এমনকি সকল মহাপরিকল্পনা, জোনিং গাইড লাইন, বিল্ডিং কোড, উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও কর্মকৌশল নির্ধারণী নীতিমালা প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত করবো। যার মাধ্যমে বস্তুগত ও ভাবগত সকল ধরনের অনুভূতিশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভূমিগত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষণ্ন রেখে নিজস্ব বৈচিত্র্য সংরক্ষিত থাকবে এবং নগর উন্নয়নের প্রভাব থেকে সকলের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষা পাবে।

১২৫. টেকসই নগর উন্নয়নের জন্য আমরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে সহযোগিতা করবো এবং সসম্মানে অভিনব ও দীর্ঘস্থায়ী স্থাপত্য কীর্তি ও স্থাপনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও অভিযোজনের মাধ্যমে সৃজনশীল মূল্যবোধ তৈরীতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকবো। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনসমষ্টিকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বস্তুগত ও ভাবগত স্পর্শকাতর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রচারণার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করবো, যাতে করে নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহারে সকলের নিজস্ব ঐতিহ্য, ভাষার স্বকীয়তা রক্ষা করা যায়।

বাস্তবায়নের উপায়

১২৬. আমরা স্বীকার করি যে 'নতুন নগর এজেন্ডা' বাস্তবায়নের জন্য একটি সক্রিয় পরিবেশ ও বিস্তৃত কার্যক্রম দরকার যেখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অভিনব ও পারস্পারিক বিস্তৃত জ্ঞানের আদান-প্রদানের দ্বারা সকলের সম্মতিক্রমে, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের সঠিক ব্যবহার, উন্নয়নশীল ও উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দায়বদ্ধতা বিবেচনাক্রমে, বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, জাতীয়, বিভাগীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পর্যাপ্ত ঐতিহ্যগত ও অভিনব উৎসসমূহ অবহিতকরণের দ্বারা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সরকারের সকল স্তরের অংশীদারিত্ব, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, জাতিসংঘ ও অন্যান্য কর্তৃক স্বীকৃত সকলের জন্য বিশেষত দরিদ্রতম ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার, সংহতি প্রকাশ করতে সমতাভিত্তিক, বৈষম্যহীন, গ্রহণযোগ্য ও সম্মানজনক নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১২৭. আমরা ২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এন্ড দি আদ্দিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডা অন ফিনান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের প্রতি পুনঃসম্মতি জ্ঞাপন করি।

১২৮. ইউএন হ্যাবিটেট এবং জাতিসংঘের অন্যান্য কার্যক্রম ও অঙ্গ সংগঠন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক প্রমাণ নির্ভর ও বাস্তব নির্দেশনা সমন্বিত 'নতুন নগর এজেন্ডা' এবং সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বৃহৎ গোষ্ঠী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের সংহতির মাধ্যমে সঠিক বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান করবো। হ্যাবিটেট-৩ কনফারেন্স এবং প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া হতে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভার দ্বারা এর ঐতিহ্য গড়ে তুলব। এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ল্ড আরবান ক্যাম্পেইন, জেনারেল এসেম্বলি অব পার্টনার্স ফর হ্যাবিটেট-৩ এবং গ্লোবাল ল্যান্ড টুল নেটওয়ার্ক এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই।

১২৯. জাতীয়, আঞ্চলিক/প্রাদেশিক এবং স্থানীয় সরকারের নকশা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং টেকসই নগর উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় ইউএন-হ্যাবিটেট এর আদর্শ জ্ঞান এবং সক্ষমতা ও উপকরণ বৃদ্ধি ও সহায়তায় আমরা সচেষ্ট থাকতে বদ্ধপরিকর।

১৩০. টেকসই নগর উন্নয়ন, যা বর্তমান নগর নীতি ও কর্মকৌশল নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত সেখানে আমরা চিহ্নিত করতে চাই যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমন্বিত আর্থিক কাঠামো বিন্যাসের মাধ্যমে প্রতিটি স্তরে অধিকতর কার্যকরী কর্ম পরিবেশ তৈরী হতে পারে। আমরা দৃঢ়তার সাথে স্বীকার করি যে, প্রতিটি স্তরে আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সুসংহত সমন্বিত অর্থ কাঠামোনীতি প্রণয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

১৩১. সরকারের সকল স্তরে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট নগরায়ণের অর্থ ব্যবস্থা উপস্থাপন এবং অর্থ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট দলিলাদি এবং প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে টেকসই নগর উন্নয়নে সমর্থন করি, যা প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত।

১৩২. আমরা চিরায়ত সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও নগরায়ণ থেকে লব্ধ সুবিধাদি থেকে রাজস্ব সংগ্রহের সাথে নগর উন্নয়নের জন্য অনুষঙ্গসমূহের প্রভাব ও আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের ফলাফলকে গতিশীল রাখবো এবং অন্যান্য অতিরিক্ত সম্পদের উন্মুক্ত প্রবেশের দ্বারা সকল রাষ্ট্র, জননীতি এবং দেশীয় সম্পদের গতিশীল ব্যবহার ও প্রভাবের দ্বারা জাতীয় মালিকানার নীতির উপর গুরুত্ব আরোপসহ 'নতুন নগর এজেন্ডা' বাস্তবায়নে আমাদের সকলের সার্বিক প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হবে টেকসই নগর উন্নয়ন।

১৩৩. শহর এলাকায় টেকসই উন্নয়নের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সৃজনশীল ও অভিনব ব্যবসায় জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাবো এবং উৎপাদনশীলতা, প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীতে বেসরকারি ব্যবসায়িক কার্যক্রম, বিনিয়োগ এবং সৃজনশীলতাই মূল চালিকাশক্তি। বিশেষত স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়নের গতিধারা সচল রাখার প্রয়োজনীয় উপাদান।

১৩৪. বিভাগীয় ও স্থানীয় সরকার তাদের সম্ভাব্য রাজস্ব খাতের ভিত্তি নিবন্ধন ও প্রসারের লক্ষ্যে যথাযথ নীতি ও সক্ষমতা নির্ধারণে আমরা সহায়তা প্রদান করবো। যেমন-জাতীয় নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বহুমুখী রাষ্ট্রীয় জরিপকার্য, স্থানীয় কর, ফি এবং সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ; যার দ্বারা নারী এবং কন্যা শিশু, শিশু ও যুবা, বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং দরিদ্র বাসিন্দারা সমানুপাতে সুবিধা ভোগ করবে।

১৩৫. জাতীয় সরকারি খাত হতে বিভাগীয় ও স্থানীয় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ও ব্যয় নির্বাহের জন্য তাদের পর্যাপ্ত, সময়মতো ও সম্ভাব্য সম্পদের যোগান দিয়ে যথাযথ প্রয়োজন, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, চাহিদা এবং কর্মক্ষমতা ভিত্তিক ইনসেনটিভ প্রদানের জন্য আমরা স্বচ্ছ ও সুচারু অর্থ আয়-ব্যয়ের প্রক্রিয়া প্রচলন করবো।

১৩৬. বিভাগীয় এলাকা জুড়ে, নগরকেন্দ্রের মধ্যে এবং শহর ও গ্রামে আর্থিক সম্পদের যথাযথ বণ্টনের দ্বারা বৈষম্য হ্রাসে আমরা উল্লম্ব ও আনুভূমিক উন্নয়নের নমুনা তৈরী করবো যাতে করে সুসংহত ও সুষম বণ্টন করা যায়। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমরা সমতা ও সকল স্থানের অবিচ্ছিন্ন প্রগতিশীলতা পরিমাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যয় ও সম্পদ বণ্টনের স্বচ্ছ তথ্য ভাণ্ডার নির্মাণের উপর গুরুত্ব প্রদান করি।

১৩৭. আমরা নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়া, অবকাঠামোগত প্রকল্প ও বেসরকারি বিনিয়োগসমূহের ফলাফল স্বরূপ ভূমি ও সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধির সর্বোত্তম ব্যবহারের উদাহারণসমূহের ধারণ ও বণ্টনকে উৎসাহিত করব। ব্যক্তিগত সম্পদের মতো ভূমি ও রিয়েল এস্টেট বাণিজ্যকে প্রতিহত করতে রাজস্বনীতির অর্জন পরিমাপ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাজার নিয়ন্ত্রণসহ রাজস্ব ব্যবস্থা, নগর পরিকল্পনা ও নগর ব্যবস্থাপনার উপকরণের মধ্যে আমরা সুদৃঢ় সংযোগ স্থাপন করবো। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে, ভূমি নির্ভর অর্থ আয়ের ব্যবস্থাপনা অস্থিতিশীল ভূমি ব্যবহার ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।

১৩৮. আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সর্বসাধারণ অংশগ্রহণে চাহিদা পরিমাপ ও স্থানীয় বিনিয়োগ ও প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বিভাগীয় ও স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বলবৎ করতে আমরা সহযোগিতা করবো। যেখানে জাতীয় নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ দরপত্র প্রক্রিয়া, কর্মবণ্টন কৌশল এবং গ্রহণযোগ্য বাজেট সম্পাদনের মতো অবিচ্ছেদ্য, গ্রহণযোগ্য, কার্যকরী ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি সম্পত্তি ও ভূমিতে অবাধ প্রবেশ নিশ্চিত করতে দুর্নীতি দমন প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৩৯. টেকসই জাতীয় ও পৌর ঋণ ব্যবস্থা সৃজনে সুদৃঢ় আইন ও নিয়ন্ত্রিত কাঠামো দ্বারা পরিচালিত পর্যাপ্ত রাজস্ব ও ধারণক্ষমতাসম্পন্ন যথাযথ টেকসই পৌর ঋণ/ অর্থ সংস্থানের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকৃত ঋণ গ্রহীতাদের মাঝে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাপনা গঠনে আমরা সার্বিক সহায়তা প্রদান করবো। নগর অর্থায়নের যেমন-উন্নয়নমূলক ব্যাংক তথা যৌথ অর্থ ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে আঞ্চলিক, জাতীয়, বিভাগীয় এবং স্থানীয় উন্নয়ন তহবিল গঠনে উপযুক্ত মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠা করতে আমরা সচেষ্ট থাকবো ফলে সরকারি ও বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থাপনায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে। মাল্টি ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সির মতো প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি স্থানান্তর কৌশল পরিমাপের দ্বারা ঝুঁকি হ্রাস করে মূলধনের মূল্য কমাতে এবং বেসরকারি পর্যায়ে এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণে টেকসই নগর উন্নয়ন ও স্থিতিস্থাপকতা তৈরীতে ভূমিকা রাখতে আমরা প্রচারণামূলক কার্যক্রমে সহায়তা করবো।

১৪০. আমরা যথোপযুক্ত ও সাশ্রয়ীমূল্যে আবাসন সংক্রান্ত আর্থিক পণ্য এবং বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক উন্নয়নমূলক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমবায় এজেন্সি, বেসরকারি ঋণদাতা ও বিনিয়োগকারী, সমবায় সমিতি, ঋণদাতা এবং মাইক্রো ফিন্যান্স ব্যাংক বৃদ্ধিতে প্রণোদনা প্রদান করবো যারা সাশ্রয়ীমূল্যে ও ক্রমবর্ধমান আবাসনে সকল প্রকার বিনিয়োগ করবে।

১৪১. আমরা নগর ও আঞ্চলিক পরিবহণ অবকাঠামো এবং জাতীয় পর্যায়ে সেবা তহবিল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করব, যেখানে বিভিন্ন ধরনের সরকারি উৎস ও বেসরকারি খাত হতে প্রদেয় নানাবিধ মঞ্জুরি নির্ভর উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ এবং দায়বদ্ধতার মাধ্যমে এদের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

১৪২. বিশেষ করে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জন্য 'নতুন নগর এজেন্ডা' নির্দেশিত কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অভিনব আর্থিক কর্মকৌশলসহ অর্থ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সহযোগী সংস্থাগুলোকে আহবান জানাবো।

১৪৩. আমরা গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি, এডাপটেশন ফান্ড, ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস এর মতো অন্যান্য বহুপাক্ষিক আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহজ যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টিতে সহযোগিতা করবো। যারা পারস্পরিক সম্মতিতে নির্ধারিত কাঠামোর মধ্যে বিভাগীয় ও স্থানীয় সরকারের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসকরণ ও অভিযোজনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা, নীতিমালা, কার্যক্রম এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে। এছাড়াও আমরা বিভাগীয় ও স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ুগত আর্থিক অবকাঠামো ব্যবস্থার সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সরকারের সকল পর্যায়ে টেকসই আর্থিক ও ঋণ ব্যবস্থার সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় কাঠামোর দ্বারা আদর্শ আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া নির্ধারণকল্পে যথাযথ কর্মকৌশল প্রণয়নে সহযোগিতা করবো।

১৪৪. আমরা শহর ও জনবসতির জন্য জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সম্ভাব্য সহজ সমাধানের পথ অনুসন্ধান করে তা বাস্তবায়ন করব। এক্ষেত্রে বীমা ও পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ নগর ও মেট্রোপলিটন শহরের অবকাঠামো, ভবন ও অন্যান্য নাগরিক সম্পদ রক্ষায় এবং স্থানীয় জনগণের আশ্রয় ও অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে বিনিয়োগ করবে।

১৪৫. অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্স (ওডিএ)-সহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য সহজলভ্য সম্পদের টেকসই নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অতিরিক্ত সম্পদ বিন্যাসের মাধ্যমে প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আমরা সহায়তা করবো। যেখানে নিজস্ব সীমিত সম্পদের মাধ্যমে বিশেষত দরিদ্রতম ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণের বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের নিজস্ব সম্পদের অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৪৬. বিভাগীয়, বিকেন্দ্রীকৃত এবং শহর থেকে শহরে সহযোগিতা প্রদানের সাথে 'উত্তর-দক্ষিণ', 'দক্ষিণ-দক্ষিণ' এবং ত্রিমুখী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ বিস্তৃতকরণে আমরা কাজ করবো। যেখানে যথাযথভাবে টেকসই নগর উন্নয়নে এবং প্রতিটি পর্যায়ে ও সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নগরকেন্দ্রিক সমস্যা মোকবেলায় পারস্পারিক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার আদান প্রদান করা হবে।

১৪৭. টেকসই নগর উন্নয়নে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের অংশীজন ও শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা নিরূপণের লক্ষ্যে জননীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, প্রসার, ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে আমরা বহুমাত্রিকভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবো।

১৪৮. জাতীয়, বিভাগীয় ও স্থানীয় সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা যথাযথভাবে সুদৃঢ়করণে আমরা সহায়তা করবো। যেখানে সুশীল সমাজ, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে নারী ও কন্যা, শিশু ও যুবা, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় জীবন যাপনকারী জনগণকে নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত করে তোলা হবে।

১৪৯. যথাযথভাবে স্থানীয় সরকারের সহযোগী হিসেবে পরিচালনা ও সহায়তাকারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বীকৃতি ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নগরনীতি ও উন্নয়ন অগ্রাধিকার বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে পরামর্শ প্রদানে আমরা সহয়তা করবো। এছাড়াও সুশীল সমাজ, বেসরকারি সেক্টর, পেশাজীবী, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও তাদের বর্তমান নেটওয়ার্কসমূহের সাথে বিভাগীয় ও স্থানীয় সরকারের সহাযোগিতায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম প্রদান করা যেখানে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, জাতীয়, বিভাগীয়, ও স্থানীয় পর্যায়ে এবং পেশাজীবী

নেটওয়ার্ক ও বিজ্ঞান-নীতির পারস্পরিক অনুশীলনের দ্বারা দ্বিপাক্ষিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া, বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণ ও আন্তঃপৌর সহযোগিতার মতো কার্যক্রম গ্রহণ করে তাদের সক্ষমতাকে সুদৃঢ় করা সম্ভব।

১৫০. আমরা টেকসই নগর উন্নয়নে সহযোগিতা ও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অভিনব সুবিধাদি হতে প্রাপ্ত জ্ঞানের বিস্তারের জন্য আদ্দিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডার অধীনে এবং '২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট টেকনোলজি ফ্যাসিলিটেশন মেকানিজম' এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ প্রক্রিয়া পূর্ণ সহযোগিতায় সঙ্গতিপূর্ণভাবে সমন্বয় অব্যাহত রাখবো।

১৫১. আমরা আঞ্চলিক/প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারের পরিবেশ বান্ধব ও দুর্নীতি দমন পদক্ষেপ, স্বচ্ছ ও স্বাধীন তদারকি প্রবর্তন, হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রস্তুত, হিসাব নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ/তদারকি প্রক্রিয়াসহ আর্থিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, সকল পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগে সহায়তা প্রদান পদ্ধতি উন্নতকরণে সহায়তা করবো। এছাড়াও বিশেষ করে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক বাজেট প্রণয়নে এবং ফলাফল নির্ভর পদ্ধতিতে উন্নত ও ডিজিটাল হিসাব ও নথি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কর্মক্ষমতা ও স্বীকৃতি পর্যালোচনা করে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবো।

১৫২. আমরা পরিমাণগত, দখলী এখতিয়ারসম্পন্ন এবং ভূমির মূল্যমান হিসেবে বণ্টন প্রক্রিয়ার সাথে আইনগত ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব প্রদান করে নীতি নির্ধারকদের ও স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের রিয়েল এস্টেট বাজার আইনগতভাবে ভূমি নির্ভর রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ব্যবহার সংক্রান্ত সক্ষমতা উন্নয়নে কার্যক্রম প্রণয়ন করবো।

১৫৩. বিবিধ অংশীজনদের অংশগ্রহণের পরিকল্পনার নির্দেশনাসহ আমরা সহজে বোধগম্য ও স্বচ্ছ নীতিমালা, আর্থিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ও পদ্ধতির মাধ্যমে নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়াগুলোতে অংশীজনদের অংশীদারিত্বের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রণয়নে আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

১৫৪. আমরা নতুন নগর এজেন্ডা বাস্তবায়ন ও প্রসারের জন্য সহযোগিতামূলক স্বেচ্ছাসেবার পদক্ষেপ, সহঅংশীদারিত্ব ও জোটের বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি দেই; যার মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যবহার ও সৃজনশীল সমাধান তুলে ধরা এবং বিভাগীয় বিভিন্ন পর্যায়, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে যৌথ উৎপাদন নেটওয়ার্ক তেরিতে উৎসাহিত করা হবে।

১৫৫. আমরা নারী ও কন্যা শিশু, শিশু ও যুবা, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় জীবনযাপনকারী জনগণের ক্ষমতায়ন ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। যাতে সরকার ব্যবস্থার প্রকৃত পরিবর্তন, সংলাপে অংশগ্রহণ এবং বৈষম্যমুক্ত ও মানবাধিকার রক্ষা ও সহায়তা প্রদান করে নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়নে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

১৫৬. আমরা জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ই-গভর্নমেন্ট কৌশল নাগরিক বান্ধব ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সরকারি নথির প্রাপ্যতা, প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়তা প্রদান করবো। যাতে করে নারী ও কন্যা শিশু, শিশু ও যুবা, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় জীবন যাপনকারী জনগণসহ সকল মানুষের নিকট তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক প্রযুক্তি সহজপ্রাপ্য হয় ও তারা নাগরিক দায়িত্ব পালনে অধিক দায়িত্বশীল, যোগ্যতর, অধিকতর অংশগ্রহণ এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। আমরা দীর্ঘমেয়াদী সুসংহত নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও নকশায়, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ও নগর ও মেট্রোপলিটান সেবার মান উন্নয়নে জিওস্প্যাশিয়াল তথ্য পদ্ধতি প্রবর্তনসহ ডিজিটাল প্লাটফর্ম ও উপকরণ ব্যবহারে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করবো।

১৫৭. আমরা সামাজিক, প্রযুক্তিগত, ডিজিটাল ও প্রকৃতি নির্ভর আবিষ্কারে নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে বিজ্ঞান নীতির আন্তঃব্যবহারিক গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বিজ্ঞান, গবেষণা ও অভিনব আবিষ্কারের

সার্বিক সহায়তা প্রদান করবো। এছাড়াও জাতীয়, বিভাগীয় ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে ভৌগলিক অবস্থানভেদে, জনগোষ্ঠী কর্তৃক সংগৃহীত, উচ্চমান সম্পন্ন, সময়মতো ও নির্ভরযোগ্য তথ্য, সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, মান বজায় রাখা এবং আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতি, গোষ্ঠী, অভিবাসনের অবস্থা, অক্ষমতা, ভৌগলিক অবস্থান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিভিন্নভাবে তথ্যাদি, জ্ঞান ও দক্ষতার আদান-প্রদান ও বিনিময়ের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে আমরা সহযোগিতা করবো।

১৫৮. আমরা টেকসই নগর উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মকৌশল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যথাযথ পর্যালোচনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়, বিভাগীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য ও পরিসংখ্যানগত সক্ষমতা কার্যকরীভাবে অর্জনের মাধ্যমে শক্তিশালী তদারকি প্রক্রিয়া প্রণয়নে ভূমিকা রাখবো। 'নতুন নগর এজেন্ডা' পর্যালোচনা, অনুসরণ ও বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে জাতীয়, বিভাগীয় ও স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য যথাযথ উৎসের দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, যেখানে গোপনীয়তার অধিকার ও মানবাধিকারের প্রতি দায় ও অঙ্গীকারের প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে উন্মুক্ত, স্বচ্ছ ও সঙ্গতিপূর্ণ তথ্যাদি সংগৃহীত হয়। একটি জনমানব বান্ধব বৈশ্বিক নগরের ও জনবসতির জন্য এই কাজটি অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

১৫৯. আমরা তথ্যভিত্তিক সরকার ব্যবস্থা উৎসাহিত করতে জাতীয়, বিভাগীয় ও স্থানীয় সরকারের তথ্য সংগ্রহ, মানচিত্র প্রণয়ন, বিশ্লেষণ ও প্রচারণায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ভূমিকা পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করব, যেটা বিশ্বব্যাপী তুলনীয় ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে জ্ঞান বিনিময় প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবে। যেখানে বিভাগীয় ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতি, গোষ্ঠী, অভিবাসনের অবস্থা, অক্ষমতা, ভৌগলিক অবস্থান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিভিন্নভাবে তথ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা যাবে, যা আদমশুমারি, বসতবাড়ি জরিপ, জনগণের নিবন্ধন, গোষ্ঠীগত নিবন্ধন পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত করা হবে।

১৬০. আমরা জাতীয়, বিভাগীয়, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন, অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের সাথে জ্ঞান হস্তান্তর ও আদান প্রদানের মাধ্যমে সহজপ্রাপ্য প্রযুক্তিগত ও সামাজিক উপকরণ ব্যবহার করে সৃষ্টি, প্রচার ও বিস্তৃতির জন্য উন্মুক্ত, ব্যবহারবান্ধব ও অংশগ্রহণমূলক তথ্য প্লাটফর্ম নির্মাণে সহযোগিতা করবো। যেখানে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় এবং জিওস্প্যাশিয়াল তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যকর নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা উন্নত করবে।

পরিক্রমা ও পর্যালোচনা

১৬১. আমরা জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্তরে পর্যায়ক্রমে অনুসরণ ও পর্যালোচনা করে নতুন নগর এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করবো। যাতে করে সমন্বিত পদ্ধতিতে গতিপথের অগ্রগতি, প্রভাব নিরূপণ এবং এর কার্যকরী ও সময়োপযোগী বাস্তবায়ন, আমাদের নাগরিকদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়।

১৬২. 'নতুন নগর এজেন্ডা'কে স্বেচ্ছায়, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে, উন্মুক্ত, সমন্বিত, স্তরভেদে, পারস্পরিক অংশগ্রহণে এবং স্বচ্ছতার সাথে অনুসরণ ও পর্যালোচনা করতে উৎসাহিত করবো। যেখানে জাতিসংঘ পদ্ধতির অনুদান, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থা, বৃহৎ গোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পূরক ভূমিকার সাথে জাতীয়, বিভাগীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ের ভূমিকা বিবেচনায় রাখা একান্ত দরকার এবং এটা একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া হওয়া উচিত যেখানে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের মধ্যে অংশীদারী ও অংশীদারিত্ব তৈরী, নগর সমস্যা সমাধান বিনিময় এবং পারস্পরিক শিক্ষা বিনিময়ের চর্চা অব্যাহত রাখা উচিত।

১৬৩. সর্বস্তরে নতুন নগর এজেন্ডা অনুসরণ ও পর্যালোচনার জন্য কার্যকরী অংশীদার হিসেবে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব আমাদের কাছে স্বীকৃত এবং জাতীয় ও বিভাগীয় সরকারের সাথে তাদের যৌথ উন্নয়নে উৎসাহিত করি যাতে করে সংশ্লিষ্ট সহযোগী ও যথার্থ প্ল্যাটফর্মের দ্বারা স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ অনুসরণ ও পর্যালোচনা বাস্তবায়ন করা যায়। এজন্য তাদের যথাযথ সক্ষমতার ভূমিকা সুদৃঢ় করার বিষয়টি আমরা বিবেচনা করবো।

১৬৪. আমরা নতুন নগর এজেন্ডা অনুসরণ ও পর্যালোচনার জন্য সঠিক সমন্বয় ও সঙ্গতি বিধান করে ২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এর সাথে কার্যকরী সংযোগ তৈরীতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি।

১৬৫. আমরা আবার জাতিসংঘের হিউম্যান সেটেলমেন্টস প্রোগ্রাম (ইউএন-হ্যাবিটেট) এর ভূমিকা ও লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা জোর দিয়ে বলতে চাই। যেখানে জাতিসংঘের বণ্টনকৃত এলাকায় দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ মূল লক্ষ্য হিসেবে টেকসই উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে জাতি সংঘের প্রণীত অন্যান্য পদ্ধতিগুলো ও টেকসই নগরায়নের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মূল লক্ষ্য হিসেবে টেকসই উন্নয়ন ও জনবসতির উপর গুরুত্ব প্রদান করে।

১৬৬. ৭২তম অধিবেশনে নতুন নগর এজেন্ডার বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ক প্রথম প্রতিবেদন পেশ করার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ জানানোর জন্য সাধারণ পরিষদকে আহবান জানাই। প্রতিবেদনে সকল রাষ্ট্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা স্বেচ্ছায় প্রতি চার বছর অন্তর প্রতিবেদন পেশ করবে।

১৬৭. এই প্রতিবেদনটি নতুন নগর এজেন্ডা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নগরায়ন ও জনবসতি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অগ্রগতি গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণের মাধমে প্রস্তুত করা হবে। 'নতুন নগর এজেন্ডা'ও ইউএন-হ্যাবিটেট গভর্নিং কাউন্সিল এর সহযোগিতায় জাতীয়, আঞ্চলিক/প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকার, ইউএন-হ্যাবিটেট, জাতিসংঘের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে এই বিশ্লেষণটি তৈরী করা হবে। এই প্রতিবেদন বহুপাক্ষিক সংস্থা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নানাবিধ প্রক্রিয়া, সুশীল সমাজ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধ্যমতো চেষ্টায় বিধিবদ্ধ হতে হবে। প্রতিবেদনটি ইউএন-হ্যাবিটেট আয়োজিত ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরামের মতো প্রতিষ্ঠিত প্ল্যাটফরম ও পদ্ধতিতে গঠিত হওয়া দরকার। এটি স্থানীয়, বিভাগীয় ও জাতীয় পরিস্থিতির এবং আইনগত, সক্ষমতা, প্রয়োজন ও অগ্রাধিকার বিষয়ক প্রত্যুত্তর বা প্রতিলিপির প্রকৃতি থেকে ভিন্নতর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৬৮. এই প্রতিবেদন ইউএন-হ্যাবিটেটের সমন্বয়ে, জাতিসংঘের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় জাতিসংঘের বিস্তৃত সমন্বয় প্রক্রিয়ার সহযোগে প্রস্তুত করার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এই প্রতিবেদনটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদে পেশ করা হবে। প্রতিবেদনটি টেকসই উন্নয়নের জন্য সাধারণ পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় হাই লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামেও পেশ করা হবে, যেটা ২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এর অনুসরণ ও পর্যালোচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সমন্বিত ও সহযোগিতাপূর্ণ সংযোগ নিশ্চিত করার দৃষ্টিভঙ্গি সকলের সামনে তুলে ধরবে।

১৬৯. 'নতুন নগর এজেন্ডা' বাস্তবায়নে ওয়ার্ল্ড হ্যাবিটেট ডে এন্ড ওয়ার্ল্ড সিটিজ ডে-এর মতো ব্যবহৃত পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা অংশগ্রহণ, পরামর্শ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম বলবৎ রাখবো, যেখানে এসকল কার্যক্রম বলবৎ রাখার জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া এবং সুশীল সমাজ, নাগরিক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট হতে সার্বিক সহযোগিতা প্রাপ্তির বিষয়গুলো আমরা বিবেচনা করবো। ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব লোকাল এন্ড রিজিওনাল গভর্নমেন্টস-এ প্রতিনিধিত্বকারী আঞ্চলিক/প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় 'নতুন নগর এজেন্ডা' ক্রমাগত অনুসরণ ও পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব প্রদান করার বিষয়টির প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

১৭০. আমরা ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ এর ৩১/১০৯ এবং ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ এর ৩২/১৬২ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেজুলেশন এর সাথে সাধারণ পরিষদের ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৬-এর ৫১/১৭৭, ২১ ডিসেম্বর, ২০০১-এর ৫৬/২০৬, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৬-এর ৬৭/২১৬, ৬৮/২৩৯, ৬৯/২২৬ এবং ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৭-এর ৩২/১৬২ কে নিশ্চিতকরণে বরাবর সমর্থন প্রদান করি। এছাড়াও ইউএন-হ্যাবিটেট এর প্রধান কার্যালয় নাইরোবি-র গুরুত্ব আমরা স্মরণ করি।

১৭১. আমরা বিশেষ জোর দিয়ে ও গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই যে, জাতিসংঘের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করে নতুন নগর এজেন্ডার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য টেকসই নগরায়ন ও সমাজ বাস্তবায়ন, অনুসরণ ও পর্যালোচনার জন্য জাতিসংঘের প্রচলিত প্রক্রিয়ায় ইউএন-হ্যাবিটেট সর্বোত ভূমিকা রাখছে।

১৭২. আমরা মহাসচিবের কাছে অনুরোধ রাখতে চাই যে, 'নতুন নগর এজেন্ডা'র আলোকে ও ইউএন-হ্যাবিটেট এর প্রসারিত ও বিস্তৃত কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে একটি প্রামাণ্য ও স্বাধীন, স্বতন্ত্র মূল্যায়ন পেশ করা হোক। এই মূল্যায়নের ফলাফল হবে একটি প্রতিবেদন যেখানে ইউএন-হ্যাবিটেট-এর বিস্তৃত কার্যক্রম, সক্ষমতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং ভুল-ত্রুটির সার্বিক বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত বিষয়ের সুপারিশ সম্বলিত হবে-

ক. ইউএন-হ্যাবিটেট এর আদর্শগত ও কার্যকরী ম্যানডেট.

খ. গভর্নিং কাউন্সিল এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে সর্বজনীন করতে ইউএন-হ্যাবিটেট এর পরিচালনা কাঠামো আরও বেশি কার্যকর, গ্রহণযোগ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বিকল্প নির্ধারণে স্বচ্ছ হতে হবে।

গ. জাতীয়, আঞ্চলিক/প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনাকে সর্বদা বিবেচনায় রাখতে ইউএন-হ্যাবিটেটকে কাজ করতে হবে।

ঘ. ইউএন-হ্যাবিটেট এর আর্থিক সক্ষমতা।

১৭৩. সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে পরিষদের সভাপতির সভাপতিত্বে সাধারণ পরিষদের উচ্চপর্যায়ের দুইদিনব্যাপী একটি আলোচনা সভা করার বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেই। যেখানে 'নতুন নগর এজেন্ডা'র কার্যকরী বাস্তবায়নে ইউএন-হ্যাবিটেট এর ভূমিকা আলোচিত হবে। এছাড়াও সর্বোচ্চ ব্যবহার, সফলতার কথা এবং প্রতিবেদনে বিভিন্ন সুপারিশ বিষয়ে আলোচনা হবে। বর্তমান সভাপতি কর্তৃক একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ দ্বিতীয় কমিটির ৭২তম অধিবেশনে বিতরণের জন্য প্রদান করা হবে, যার আলোকে পরবর্তী কমিটি সংশ্লিষ্ট এজেন্ডার অধীনে বার্ষিক রেজুলেশনে সুপারিশ সম্বলিত একটি স্বাধীন মূল্যায়ন পেশ করতে সক্ষম হবে।

১৭৪. ২০৩৬ সালে ৪র্থ ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন হাউজিং এন্ড সাসটেইনেবল আরবান ডেভেলপমেন্ট এ অংশগ্রহণে সাধারণ পরিষদকে আহ্বান জানাই, যার ফলে 'নতুন নগর এজেন্ডা'র অগ্রগতির লক্ষ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার নবায়ন ও মূল্যায়ন করা সম্ভব।

১৭৫. মহাসচিবের কাছে আমাদের অনুরোধ 'নতুন নগর এজেন্ডা' বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতির ও প্রতিবন্ধকতার তালিকা গ্রহণ করা পর্যন্ত ২০২৬ সালে তার চতুর্বার্ষিক প্রতিবেদন ১৬৬ অনুচ্ছেদের অনুকরণে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং তাদের চিহ্নিতকরণে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক ।

ISBN 978-984-34-3949-9

নতুন নগর এজেন্ডা

TOWARDS A NEW URBAN AGENDA

For the last 40 years, UN-Habitat has been working to **improve the lives of people in human settlements around the world.** As our population has grown, so has the number of people living in cities, towns and villages on all continents.

UN-Habitat's mandate has adapted over time to meet the needs of our growing urban world. With around 3 billion more people expected to live in urban areas by 2050, we need a **New Urban Agenda** to ensure that **urbanization is a tool for achieving economically, socially and environmentally sustainable development.**

1950

29.6% Global Urban Population

1960

33.7% Global Urban Population

1 Billion People living in urban areas

1970

Global strategy sought to **address challenges** of human settlements

United Nations Resolution on Housing, Building and Planning

rapid urbanization

Respond to emergence of large unmanageable slums with poor access to basic services including water and sanitation

1976

Vancouver Declaration on **human settlements**

Highlights need to improve the quality of life in all human settlements

United Nations Conference on Human Settlements (HABITAT I)

unplanned urbanization

Results in overcrowded towns and cities without corresponding capacity to provide basic services

1977

Improving **quality of life**

UN General Assembly establishes UN-Habitat as focal point for human settlements action

United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS/Habitat) established

poor living conditions in human settlements

1990

42.5% Global Urban Population

2.3 Billion People living in urban areas

10 megacities of 10 million or more

1996

Istanbul Declaration on **human settlements**

Calls for strengthening the role and functions of the United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS)

United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II)

Global call for action results in adoption of the HABITAT AGENDA

deteriorating living conditions in human settlements

Promoting provision of adequate shelter and basic services to ensure sustainable human settlements

2000

MDG 7 **Target 11**

"By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers."

UN-Habitat assigned the responsibility to assist governments monitor and gradually attain it

The Millennium Development Goals (MDGs)

lifting 100 million slum dwellers out of poverty

Need to address condition of people living in the most depressed physical conditions in the world's towns and cities

2001

Adopts Declaration on **cities and other human settlements** in the New Millennium

Istanbul +5 a special session of the UN General Assembly

reducing urban poverty

Slow pace of economic development, lack of security of tenure, basic shelter, and financial constraints impede efforts to address needs of poor slum residents

2002

Advance the **quality of life** of all people in cities and other human settlements

UNCHS upgraded to United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)

improving living conditions in human settlements

Necessary to meet challenges of rapid urbanization affecting people in cities and other human settlements

2009

Global Tipping Point

The world became 50% urban

2010

51.6% Global Urban Population

3.5 Billion People living in urban areas